বামা-চরিত।

(শ্রদ্ধেয়া বামাসুন্দরীর জীবনচরিত)

"কত মনোলোভা ফুল ফুটিয়ে বিজনে,
শুকায় গোপনে, কে লয় সন্ধান তার।"

ঢাকা

নববিধান ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রকাশিত।

ইষ্টবেঙ্গাল প্রেস।

শ্রীকৃষ্ণদাস বসাক প্রিণ্টার কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

শ্রাবণ। ১৩০০ বঙ্গাব্দ।

উৎসর্গ।

পিতা, পতি, সুত তিন নারীর আশ্রয়,
এ তিন বিহনে নারী দীনা নিরাশ্রয়।
অবলার গতি পতি যৌবনে জীবন,
হেন পতি অভাবেতে জীবন মরণ।
বঙ্গীয় বালবিধবা দীপ্ত হুতাশন,
দরশনে দর্শকের দহে প্রাণমন।
কিন্তু পতিহীনা যদি লভে হরি ভক্তি,
ভক্তিগুণে হেরে প্রাণে জগতের পতি।
জীবন সঁপিয়ে তাঁরে সেবিলে চরণ,
বৈধব্য বিশুদ্ধ হয় সফল জনম।
অটল আশ্রয় মিলে হরির চরণে,
শোক দুঃখ ভয় হরে হরির বচনে।
হরি তারে পিতা হয়ে পালেন যতনে,
পতি হয়ে প্রেমদানে তোষেণ পরাণে;
মাতা হয়ে কোলে নিয়ে দয়াময় হরি,
দুস্তর ভবসাগরে নেন তারে তারি।
হেন পতিহীনা সতী ধন্যা ধরাতলে,
পুণ্যের পতাকা উড়ে পতি পিতৃকুলে।
বঙ্গদেশে দীনবেশে যতেক রমণী,
পতি হারাইয়ে কাঁদে দিবা কি রজনী;

তাহাদের সমদুঃখী 'বামা' কুলবালা,
হরিভক্তি গুণে হল সুমতি সুশীলা ;
এই যে জীবনী তাঁর হরি লীলাময়,
বৈধব্য-অনলে শান্তি-বারির উদয়।
তাই বঙ্গবালা করে বড় আশা করি,
এ শুদ্ধ চরিত-পুষ্প সমর্পণ করি।
যে হরি করুণা করি এ চরিত ফুল,
ফুটাইলা বঙ্গদেশে হয়ে অনুকূল ;
সেই হরি দয়া করি বিধাদের গুণে,
অবলা কুলেরে স্থান দিবেন চরণে।
হৃদয়-সরসী মাঝে ভকতি-কমল,
ফুটিবে, করিবে দান দিব্য পরিমল।
এই আশা-পদ্ম হেরি হৃদয়-কাননে,
ভক্তিভরে নমে দাস শ্রীহরি চরণে।

ভূমিকা।

শ্রদ্ধেয়া বামাসুন্দরীর জীবন প্রকাশিত হইল। ইহা প্রকাশের দুইটী উদ্দেশ্য। ভগবান বর্ত্তমান বিধানে নারী-জীবনেও কেমন প্রকটরূপে লীলা বিহার করিলেন তাহা প্রকাশ করা নববিধান বিশ্বাসীর অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহাই এ জীবন চরিত প্রকাশের প্রধান উদ্দেশ্য। অপর উদ্দেশ্য বঙ্গীয় রমণীকুলের—বিশেষতঃ বঙ্গবাসিনী বিধবাগণের হৃদয়ে স্বর্গীয় আশালোক সমুজ্জ্বল করা। বঙ্গদেশে শিক্ষা ও সভ্যতা বিস্তারের সহিত যেরূপ বিলাসবাসনা ও জড়োপাসনা প্রবল হইতেছে, নারীগণের প্রাণমন এই দেশব্যাপী জড়বাদ ও বিলাসিতার মধ্যে নিতান্ত ম্রিয়মাণ পরিলক্ষিত হয়। এ অবস্থায় বৈধব্য আবার অতীব ভীষণমূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক নারী জীবনকে অধিকতর মলিন ও নীরস করিয়া রাখে। নারী এই ভয়ঙ্কর অবস্থার নিষ্পেষণে আপনার জন্ম ও জীবনকে ধিক্কার দেয় এবং যে বিধি স্রষ্টা, সেই বিধাতা পুরুষকেও ধিক্কার করে। কিন্তু এমন সময়ে শ্রদ্ধেয়া বামাসুন্দরী ঘোরতর বৈধব্যান্ধকারে পড়িয়াও বিধিকৃপা ভিখারী হইয়া যে অপূর্ব্ব কৃতার্থতা লাভ করিয়া গেলেন, তদ্বিবরণ অনেক আর্য্য রমণীকে সাত্ত্বিকভাবাপন্ন রাখিবার ও আশার সহিত ভগবানের অভিমুখী করিবার জন্য সহায় হইতে পারে, এই আশা এই জীবনীপ্রকাশকের দুরাশা নহে। ভগবানের মহতীচ্ছা পূর্ণ হউক।

চরিতোল্লিখিত বিষয়।

বামা-চরিত।

জন্ম ও বাল্যকাল।

ঢাকা জিলার অন্তর্গত বিক্রমপুর পরগণা-স্থিত আউটশাহী গ্রামে ১২৪৩ বঙ্গাব্দে আষাঢ় মাসে বামাসুন্দরী জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ৺ রামকমল গুপ্ত। ৺ রামকমল গুপ্তের দুই পুত্র ও কয়েকটী কন্যা জন্মে; তন্মধ্যে চারি কন্যা জীবিত থাকেন। বামাসুন্দরী তাঁহার সকল ভাই ভগিনীর মধ্যে অগ্রজা; প্রথম সন্তান বলিয়া পিতা সমধিক যত্ন ও স্নেহ সহকারে তাঁহার লালন পালন করেন। তৎকালে স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যা চর্চ্চা হিন্দু-সমাজে অতি নিন্দনীয় বলিয়া পরিগণিত ছিল; এজন্য বামাসুন্দরীর পিতা মাতা বা পিতামহ প্রভৃতি কেহ তাঁহার বিদ্যা শিক্ষার জন্য কিছু মাত্র

যত্ন করেন নাই। অধিকন্তু নারীগণের বিদ্যা চর্চ্চা তাহাদের অকাল বৈধব্য দশার কারণ ঘটায় বলিয়া দেশব্যাপী কুসংস্কার তখন বিদ্যমান ছিল। সুতরাং কোন বালিকাই জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হইত না। বালিকাগণ গৃহকার্য্যে নিপুণ হইত। বামা-সুন্দরীও প্রচলিত রীতি অনুসারে গৃহকার্য্যে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। তিনি বাল সহচরী-দিগের সহিত বালিকোচিত নানারূপ ক্রীড়ারত হইতেন; তাহা দেখিয়া বয়োবৃদ্ধা রমণীগণ বুঝিতে পারিতেন বামা গৃহকার্য্যে সুপটু হইবে। এ সময়ে বামাসুন্দরীর পিতামহ ইহলোকে বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি বামাসুন্দরীকে ব্রজেশ্বরী বলিয়া ডাকিতেন। এই বৃদ্ধ ব্যক্তি বলিতেন ব্রজেশ্বরী বিদ্যাচর্চ্চাই না করুক, আর সুদক্ষ গৃহিনীই হউক, যদি বাঁচিয়া থাকে তবে অকালে বিধবা হইবে। বিধির বিধানে ভবিষ্যৎ জীবনে পিতামহের এই আশঙ্কা ও ভবিষ্যদ্বাণী ব্রজেশ্বরীর পক্ষে সত্যই ফলিত হইয়াছিল।

বিবাহ ও বৈধব্য।

বামাসুন্দরী দিন দিন সুকুমার শিশুজীবনে বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। পিতার প্রথম কন্যা।

সুতরাং হিন্দুজাতি মধ্যে প্রচলিত সংস্কারানুসারে দশমবর্ষ মধ্যে তাহাকে সুবরে সমর্পণ করা প্রয়োজন। দশ বর্ষে কন্যাদানে মহাপুন্য। এই শাস্ত্র বিহিত পুন্য লাভে কেহ সাধ্যসত্বে উদাসীন থাকিত না। বামসুন্দরীর পিতা মাতাও দেশীয় পদ্ধতি অনুসারে কন্যার বিবাহ সংস্কার সম্পন্নার্থ ব্যস্ত হইলেন। বিধিনির্ব্বন্ধ ক্রমে ত্বরায় বর নির্ব্বাচিত এবং বিবাহ দিনও নিরূপিত হইল। সুকুমার মতি সালঙ্কারা কুমারীকে শুভদিনে শুভক্ষণে সৎকুলজাত রূপ গুণ সম্পন্ন পাত্রকরে সম্প্রদান পূর্ব্বক পিতা স্বকীয় কুল ধর্ম্ম গৌরবান্বিত করিলেন। বামাসুন্দরী যাঁহার সহিত পরিণয়সূত্রে গ্রথিত হন তাঁহার নাম ৺ মদনমোহন দাস গুপ্ত। তাঁহার জন্মস্থান বিক্রমপুরান্তর্গত বিদগ্রাম। ১২৫৩ বঙ্গাব্দের ১২ই শ্রাবণ দিনে ৺ মদনমোহন ও বামাসুন্দরীর উদ্বাহ কার্য্য সম্পন্ন হয়। রূপ গুন সম্পন্ন সৎকুলজাত জামাতৃরত্ন লাভে বামাসুন্দরীর পিতা মাতার অন্তঃকরণ অশেষ আনন্দে পরিপূর্ণ। পরিজনবর্গ আহ্লাদ আমোদে ভাসমান। এই আনন্দ যে ঘন বিষাদে অচিরাৎ ডুবিয়া যাইবে তাঁহারা তৎকালে তাহা কল্পনার তুলিতেও মানসপটে চিত্র করিতে পারেন নাই। কিন্তু উদ্বাহ কাল

হইতে সার্দ্ধ দুই বৎসর কাল অতীত না হইতেই বিধির বিধান বামাসুন্দরীর পিতা মাতার পক্ষে ভীষণ বেশ পরিগ্রহ করে। দেখিতে দেখিতে তাঁহাদের আনন্দের দিন শেষ হইয়া যায়। ১২৫৫ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসে করাল ওলাউঠারোগ মদনমোহন দাস মহাশয়কে আক্রমণ করে। তিনি এই রোগেই বামাসুন্দরীর স্নিগ্ধচন্দ্রিমা তুল্য কমনীয় জীবনকে ভীষণ বৈধব্য-রাহুর করাল অন্ধকার গ্রাসে নিক্ষেপ পূর্ব্বক পরলোকে চলিয়া যান। বামাসুন্দরী সেই সময়ে পিতৃগৃহে আউট্-শাহীতে ছিলেন। যখন ভর্ত্তৃভবনে আত্মীয়গণ ভর্ত্তৃপ্রবরের জীবনাশায় নিরাশ হইলেন, তখন ভর্ত্তার সহিত শেষ সাক্ষাৎকারের জন্য বামা-সুন্দরীকে আনয়নার্থ আউট্শাহীতে লোক প্রেরিত হয়। আসন্ন দশাপন্ন পতির অবস্থা শ্রবণমাত্র বালিকা হইলেও বামাসুন্দরী মাতার নিকট কাতর হৃদয়ে মুক্ত কণ্ঠে বলিলেন তোমরা এ সময়ে আমাকে শিদগ্রামে যাইতে চাও, কেহ বাধা দিওনা। কিন্তু তাঁহার পিতা কোন ক্রমেও সেই দুঃসময়ে ভর্ত্তৃভবনে তাঁহাকে যাইতে দিলেন না। ওদিকে তাঁহার জীবনের সুখপ্রদীপ চির নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। বামাসুন্দরীর স্বামীর প্রাণবায়ু ইহলোক ত্যাগ

করিল। স্বামীর সহিত ইহ জীবনে আর তাঁহার সাক্ষাৎ হইল না। কেবল শেষ সাক্ষাৎকারের অভাব জনিত দীর্ঘশ্বাসবায়ু তাঁহার বিরহান্ধকার-পূর্ণ জীবন গৃহে রহিয়া গেল। যখনই তিনি জীবন গৃহের মর্ম্মদ্বার খুলিয়া দিতেন তখনই বুঝাযাইত, সেই দীর্ঘশ্বাসটী তাঁহার জীবন গৃহের অন্তঃপ্রকোষ্ঠে প্রবাহিত রহিয়াছে। পিতা অনুমতি করিলে আর একবার পতির দর্শনে সমর্থ হইতেন; পিতার অভিপ্রায় না হওয়াতে তাহা ঘটিলনা; বামা সুন্দরী পিতার এই ব্যবহারের জন্য চির দিন মর্ম্মান্তিক দুঃখ প্রকাশ করিতেন। বামাসুন্দরীর সুখসূর্য্য অস্তমিত হইল; তৎসহ তাঁহার গর্ব্ভধারিণী জননীরও সমুদায় সুখে নিদারুণ কটুরস মিশিয়া গেল। বালবিধবার মাতার দুঃসহ মর্ম্মবেদনা বঙ্গীয় রমণীগণকে বর্ণনা দ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা। নিষ্প্রয়োজন। তাঁহারা সহজেই তাহা বুঝিতে সক্ষম।

যৌবন ও শ্বশ্রূসেবা।

বিধবা হইবার সময় বামাসুন্দরী বালিকা হই-লেও বুদ্ধি বলে স্বকীয় শোচনীয় অবস্থা অচিরাৎ বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলেন। অকালে জীবন

সর্ব্বস্ব পতির পরকাল প্রাপ্তিতে যেমন সুখের দিনের শেষ তেমনি বাল্যকালোচিত নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ অবস্থার যে শান্তি তাহাও তাঁহার পক্ষে শেষ হইল। অকস্মাৎ তাঁহার জীবনকে বৈধব্য ও যৌবন যুগপৎ আক্রমণ করিল। অবলা কুলবালার পক্ষে এই পরাক্রান্ত দুই অরাতির কোন একের আক্রমণে আত্মরক্ষাই দুঃসাধ্য; তাহাতে একেবারে দুই প্রবল রিপুর প্রতিকূলে তাঁহাকে দণ্ডায়মান হইতে হইল। তিনি পৃথিবীর ক্রোড়ে সুখে নিদ্রিত ছিলেন। অকস্মাৎ সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। দুঃখ দুর্ভাগ্যেরও ভয়বিভীষিকার ঘন অন্ধকারে, কেহ যেন ভব সমুদ্রের পারে তাঁহাকে হঠাৎ একাকী অসহায় অবস্থায় রাখিয়া কোথায় চলিয়া গেল। এই দুর্নিবার বিপদ সাগরে বামাসুন্দরীর জীবন তরণীর একমাত্র আশ্রয় বল তাঁহার জনক জননী। পিতা মাতা ভিন্ন এমন সময়ে দুঃখিনী অবলাকে অভয় দান করিতে আর কে সক্ষম? দশদিকেই ঘনঘটাপূর্ণবিভীষিকার মেঘ গর্জ্জন। কিন্তু বামাসুন্দরীর ভাগ্যে এইরূপ দুঃসময়ে পিতা মাতার আশ্রয় তরুতলে-বাসও ঘটে নাই। কারণ ভর্ত্তার অভাব হইলেও ভর্ত্তৃগৃহে শ্বশ্রূদেবী মাত্র জীবিত। তিনি অসহনীয় শোক-

শোকে বিদ্ধ, বার্দ্ধক্যের জরাগ্রস্ত। তাঁহাকে সান্ত্বনা দেয়, সেবা করে এমন কেহ নাই। বামাসুন্দরীর মনে হইল, আমি পিতৃগৃহে থাকিলে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি। পিতা মাতা বর্ত্তমানে এখন আমার কোন বিপদ নাই; অথচ শ্বাশুরীর সেবা এই সময়ে না করিলে তিনি অপার দুঃখে ম্রিয়মান থাকিবেন এবং শোক ও বার্দ্ধক্য নিবন্ধন সর্ব্বদা কষ্ট পাই-বেন। সুতরাং যৌবনে প্রবেশ পূর্ব্বক বামা-সুন্দরী আপনার নিরাপদ থাকিবার চিন্তাসহ পিতৃ গৃহ ত্যাগ ও শ্বাশুরীর সহিত বাস করিবার জন্য শ্বাশুরী সন্নিধানে গমন করিলেন। এবং শশ্রু দেবীর সেবা কার্য্যে অভিনিবিষ্ট চিত্তে রত হইলেন। শ্বাশুরীর সহিত একত্র বাস সময়ে তাঁহার কার্য্য-দক্ষতা, কমণীয়তা ও সকলের প্রতি ভক্তি প্রীতি ও স্নেহপূর্ণ ব্যবহারে তাঁহার জ্ঞাতি শ্বশুর, শ্বাশুরী, দেবর ও জা-বর্গ সকলেই তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অনু-রক্ত হইলেন। তিনি সুন্দরী, কোমল প্রকৃতি, স্নেহশীলা এবং নানা গুণে গুণযুতা ছিলেন বলিয়া সকলের চক্ষুই তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইত। পরন্তু কোন রূপ প্রীতি ও অনুরাগবারিদ্বারা তাঁহার হৃদিস্থিত পতি-বিরহজনিত নির্ব্বেদানল বিন্দুমাত্রও নির্ব্বাপিত হইবার নহে। তিনি

যৌবনে পদার্পণ পূর্ব্বক অবস্থা-দর্পণে স্বকীয় শূন্যতা দর্শনে মনে মনে বলিতেন "আমার তো ইহলোক সুখ কিছুই নাই—কেবল ভয়, বিপদ ও দুঃখ আছে। এই যৌবনে কোন অসুরা বা আমার সতীত্বে আক্রমণদ্বারা আমায় নিরয়গামী করে। এ অবস্থায় আমার যদি কেহ অনুরাগ ও আশ্রয়ের পাত্র থাকেন তবে দেবতাই আছেন। সুতরাং যাহাতে আমার সেই ইষ্ট-দেবতার চরণ লাভ ঘটে শীঘ্র তাহার উপায় করা আবশ্যক।" তিনি মনে মনে এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া শ্বাশুরী ও অন্যান্য স্বজন সন্নিধানে প্রকাশ করিলেন আমি দীক্ষিত হইব; মন্ত্র গ্রহণ করিব।

ধর্ম্মদীক্ষা।

হিন্দুসমাজে বিধবাদিগকে বিধবার আত্মীয়-গণ আগ্রহ সহকারেই ইষ্টমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া থাকেন। বামাসুন্দরীর এবিষয়ে স্বতঃ আগ্রহ দর্শনে তাঁহার শ্বাশুরী প্রভৃতি স্বজনবর্গ আহ্লাদের সহিত মন্ত্র গ্রহণের দিন স্থির করিলেন; এবং মন্ত্র গ্রহ-ণোপযোগী আয়োজন হইলে তাঁহাদের কুলগুরুর নিকট সংবাদ ও আমন্ত্রণ পত্র প্রেরিত হইল।

মন্ত্রদাতা গুরু যথাকালে উপস্থিত হইলেন। বামাসুন্দরীর পতি এবং পিতৃকুল উভয়ই শাক্ত। সুতরাং বলা বাহুল্য যে তাঁহাদের মন্ত্রদাতা গুরু ও একজন শক্তি উপাসক ও মদ্যপায়ী ব্রাহ্মণ। তন্ত্র শাস্ত্রানুযায়ী মদ্যপানাদি শাক্তদিগের নিকট ভয়ানক জঘন্যতা বলিয়া পরিগণিত নহে। বামাসুন্দরী শাক্তের কন্যা; শাক্তকুলের বধূ হইলেও স্বভাবতঃ দুইটী বিষয়কে অতিশয় ভয় ও ঘৃণা করিতেন— দুশ্চরিত্র পুরুষ এবং মদ্যপূর্ণ বোতল। তিনি জানিতেন না যে দীক্ষার্থিনী হইলে শাক্তধর্ম্মের অনুরোধে মদ্যের সম্মান করিতে অনুরুদ্ধ হইবেন। অথচ কৌলিক প্রথানুসারে গুরুদেবের আজ্ঞাক্রমে দীক্ষায়োজনের অন্যান্য দ্রব্য সম্ভারের সহিত এক বোতল সুরাও আনীত হইয়াছিল। সুরার আনয়ন বার্ত্তা নবদীক্ষার্থিনী সম্পূর্ণ অনবগত। গুরুদেব স্বয়ং সুরাপন ও মহাশক্তিকে সুরাদানান্তর ঘণ্টানাদের ঘটাসহকারে পূজা শেষ করিলেন; এবং স্নাত ও নববস্ত্র পরিহিত শিষ্যাণীকে স্বসম্মুখে আনয়নার্থ অনুমতি করিলেন। শিষ্যাণীর আজ অতিশয় প্রফুল্লতা। কেননা তিনি অদ্য তাঁহার নিরাশ্রয় জীবনের আশ্রয় স্বরূপ ধর্ম্ম ও ইষ্টমন্ত্র গ্রহণ করিবেন। তাঁহার মন

এই আনন্দ ও আশায় পরিপূর্ণ। গুরু আজ্ঞা শ্রবণ মাত্র অতিমাত্র আগ্রহে যেমন পদসঞ্চালন পূর্ব্বক দীক্ষাগৃহে বামাসুন্দরী প্রবিষ্ট হইবেন অমনি দেখেন গুরুর পার্শ্বে তাঁহার ভয়জনন ভীষণ সুরাপূর্ণ বোতল বর্ত্তমান। তৎক্ষণাৎ পার্শ্বস্থ শ্বশ্রূদেবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঐ বোতলে কি? শ্বাশুরী বলিলেন আমরা শাক্ত; কারণ ব্যতীত আমাদের মন্ত্র গ্রহণ হয় না; ওটী কারণ পূর্ণ বোতল। (শাক্তেরা সুরাকে কারণ বলিয়া থাকে) শ্বাশুরীর মুখে এই বার্ত্তা শুনিবামাত্র তাঁহার অন্তঃকরণে তড়িৎবেগে এক চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হইল। ভাবিলেন কি করি, মন্ত্র গ্রহণ করিব বলিয়া কি সুরার ও আদর করিতে হইবে? না জানি সুরা পানই বা করিতে হয়! না; তাহা কোন প্রকারেও হইবে না। ক্ষণেকের মধ্যে তাঁহার কর্ত্তব্য স্থির হইল। তিনি দৃঢ়তার সহিত শ্বাশুরীকে বলিলেন ও বোতল ঐস্থানে থাকিতে আমি এই গৃহের ভিতরে প্রবেশ করিব না, মন্ত্র গ্রহণও করিব না। বৃদ্ধা, বধূর অভিপ্রায় শ্রবণে অপ্রতিভ হইলেন। বধূর মনোগত ভাব এইক্ষণ গুরুদেবকে জ্ঞাপন দ্বারা যদি তাঁহার অসন্তোষ সাধন কিম্বা শাস্ত্রের অবমাননা হয় ইহা কয়েক মূহুর্ত্ত

ভাবিলেন। শ্বাশুরীর বধূ ভিন্ন আর অবলম্বন নাই। বধূ তাঁহার যষ্টিস্বরূপ। অথচ গুরুর আজ্ঞা ও শাস্ত্রাবমাননা করা অপেক্ষা বধূর জেদ দূর করাই কর্ত্তব্য। এরূপ কর্ত্তব্য পালনেচ্ছা সত্ত্বেও বধূর জেদের প্রতিকূলে বৃদ্ধার কথাটীও কহিতে সাহস হইল না। কারণ বধূকে তিনি ভয় করিতেন। অতি কাতর ভাবে গুরুদেবকেই বধূর অভিপ্রায় নিবেদন করিলেন। দৈবানুগ্রহে গুরুদেবও যুবতী বধূর এই শাস্ত্রীয় অনুশাসনের— অথবা তাঁহার স্বীয়রুচি প্রবর্ত্তিত দীক্ষা প্রণালীর— নূতনতর প্রতিবাদ শুনিয়াও কুপিত হইলেন না; বরং প্রসন্ন চিত্তে বলিলেন, আচ্ছা, ইঁহার যদি আপত্তি থাকে এই নেও, এ বোতল অন্যত্র রাখ। তথাপি শাস্ত্রানুরোধে গুরুদেব কিয়ৎপরিমাণ সুরা একটা পাত্রে ঢালিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহা বামাসুন্দরী টের পান নাই। যাহা হউক, অতঃপর তিনি গুরুসন্নিহিত হইয়া গুরু চরণে প্রণাম করিলেন; এবং অতি আগ্রহে ও ভক্তিযোগে কর্ণপুটে গুরুদত্ত মন্ত্র গ্রহণ পুরঃসর পুনরায় গুরু চরণে প্রণত হইলেন। শিষ্যাণীকে মন্ত্র দান কার্য্য শেষ করিয়া গুরুদেব পাত্রস্থ সুরার কিয়দংশ স্বয়ং পান করিলেন; অবশিষ্ট শিষ্যাণীকে প্রসাদ দিলেন।

শিষ্যাণী কুলবধূ,সতর কি আঠার বর্ষ বয়স্কা ; গুরুর সহিত কথা বলেন না। গুরু একজন প্রৌঢ়াবস্থ এবং পূজনীয় ও মান্য ব্যক্তি। তথাপি শিষ্যাণী চির ঘৃণার্হ সুরা গ্রহণের অনুমতি শ্রবণে অতিশয় বিক্ষোভিত হইলেন; প্রাণগত তেজের সহিত এমনি মাথা নাড়া দিয়া গুরুপ্রদত্ত মদ্যপ্রসাদ গ্রহণে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন যে, গুরু আর শিষ্যাণীর প্রসাদ অগ্রাহ্য করণাপরাধের প্রতিবাদে সাহসী হইলেন না। বরং বলিলেন আচ্ছা, ভাল ভাল, অমনি হইবে!! শ্রদ্ধেয়া বামাসুন্দরী বলিয়াছেন তাঁহার সকল প্রকার দুঃখসহ ইহাও এক অসহনীয় মহা দুঃখ যে, যে মদ তিনি এত ঘৃণা করেন তাঁহার মন্ত্রদাতা গুরুদেব সেই ঘৃণিত মদ্যপায়ী। যখন তিনি অধিক বয়স্ক ও গুরুর সহিত পরিচিত হইলেন এবং সেই গুরুর সহিত কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন, তখন আর একদিন তাঁহার গুরু তাঁহাকে সুরাপান জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ সেই অনুরোধের প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, "আপনি আমার গুরু, আমি আপনার শিষ্যাণী, আপনার অনুমতি পালন না করিলে আমার মহাপাপ— নরক গমন। এ অবস্থায় আমার প্রতি আপনি

কি জন্য সেই অনুমতি করেন যে অনুমতি কোন ক্রমেও আমি পালন করিব না বলিয়া জানেন। এতদ্দ্বারা আমাকে কেবল ঘোরতর অপরাধিনী করিতেছেন। আপনি জানেন আমি চিরদুঃখিনী ; আমার দুঃখের উপর আরও দুঃখ বৃদ্ধি করা কি আপনার ইচ্ছা?" এই বাক্য-বাণে বিদ্ধ হইয়া এতদিনে গুরুর চৈতন্য হইল। ব্যস্ত সমস্ত চিত্তে গুরু বলিলেন, আমি তোমাকে পুনরায় কখন এরূপ অনুরোধ করিব না। তদবধি যতদিন গুরু জীবিত ছিলেন কদাপি সুরাপানের অনুরোধ তাঁহাকে আর করেন নাই। গুরুর গুরুগিরির চাতুরী চূর্ণ হইল, শিষ্যাণীর ভক্তিবল, ধর্ম্মেতে বিশ্বাস জয় লাভ করিল। বামা সুন্দরীর হৃদয়ের পবিত্রতা, দৃঢ়তা ও বিনম্র ভাব এই ঘট-নায় আশ্চর্য্যরূপে প্রকাশ পায়। অথচ অপর ব্যক্তিমাত্রও ইহা প্রত্যক্ষ করে নাই। বহুবর্ষ পরে তাঁহার কোন আত্মীয়ের নিকট ইহা তিনি ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

আসুরিক অত্যাচার।

বিধবা যুবতীদিগের শুদ্ধাচারিতায় বিপদ ও পরীক্ষা অসুর সদৃশ পুরুষদিগের দ্বারা অনেক স্থানে

অনেক সময়েই হইয়া থাকে। শ্রদ্ধেয়া বামাসুন্দরীর জীবনেও ভীষণরূপে তাহা হইয়াছে। তিনি যৌবনে প্রবেশ পূর্ব্বক আপন জীবনের জন্য সর্ব্বদা সশঙ্কিত থাকিতেন, ও দূষিত চরিত্র পুরুষদিগকে ভয় করিতেন। যুবতী বিধবাদিগকে অন্য পুরুষের সহিত হাস্য পরিহাস করিতে দেখিলে তিনি অবিলম্বে তীব্রবাক্যে তাহাদিগকে শাসন করিতেন। এ জন্য শিথিল চরিত্র বিধবাগণ তাঁহাকে ভয় করিত। হিতাহিত জ্ঞান বিগর্হিত ইন্দ্রিয় পরায়ণ পুরুষগণও অনেকবার তাঁহার উপর অত্যাচারের আয়োজন করিয়াছে; কিন্তু ঈশ্বর কৃপায় বামাসুন্দরী সেই সকল অসুরের ভীষণ যত্ন অনন্ত সতীত্বের অগ্নিতে দগ্ধ করিয়াছেন। গ্রাম মধ্যে দূষিত চরিত্র লোকেরাও ইঁহার নিকট কেবল পরাস্ত ছিল এমন নহে, ইঁহার প্রতি তাহারা শ্রদ্ধাযুক্তও ছিল। বামাসুন্দরী তাঁহার উপরি উক্তরূপ পরীক্ষা বিষয়ে কোন সময়ে কথা প্রসঙ্গে দুইটী ঘটনা স্বয়ং যাহা প্রকাশ করিয়াছেন নিম্নে তাহাই প্রকাশিত হইল।

একবার কিছুদিন ব্যাপিয়া তাঁহার জ্বর হয়। এই অবস্থায় তাঁহার স্বজাতীয়, সম্পর্কিত ও পরিচিত একজন কবিরাজ তাঁহাকে চিকিৎসা করার জন্য আহূত হয়েন। কবিরাজ

সম্পর্কিত ও পরিচিত বলিয়া শরীর পরীক্ষার সময় শ্বাশুরী বা অপর কেহ তাঁহার নিকট ছিলেন না। কবিরাজ যুবতী সুন্দরীকে একাকিনী পাইয়া বুদ্ধিভ্রংশ ও দুর্ম্মতিগ্রস্ত হইল। রোগীর শরীর পরীক্ষাছলে সে ব্যক্তি মলিনভাবে তাঁহার দেহ স্পর্শ করিতে প্রবৃত্ত হইল। বামাসুন্দরী চিকিৎসকের কদর্য্য অভিপ্রায় অনুভব করিবামাত্র অকুণ্ঠিত চিত্তে তাহার প্রতি তীব্রভর্ৎসনাবাক্য প্রয়োগ করিলেন, এবং শয্যাত্যাগ পূর্ব্বক দ্রুত-পদে গৃহান্তরে যাইয়া আত্মীয়া গুরুজনদিগকে দুরাচার কবিরাজের অভদ্র ব্যবহারের বিষয় বলিয়া দিলেন। এ যাত্রায় এইরূপে তিনি আত্ম-রক্ষায় সক্ষম হন।

অন্য সময়ে একজন দুশ্চরিত্র লোক তাঁহার প্রতি অসদ্ভাবাপন্ন হয়। সে অনেকবার চেষ্টা করিয়াও তাঁহার নিকটস্থ হইতে পারে নাই। তিনি ইহা টের পাইয়া বিশেষ সাবধান হইলেন। কখন একা কোন স্থানে যাইতেন না, রাত্রিকালে একাকিনী ঘরের বাহির হইতেন না। দৈবাৎ এক-দিন অন্ধকার রাত্রিতে তাঁহার সহিত একগৃহে শয়নকারিণী কোন কোন বৃদ্ধা মহিলা দ্বার খোলা রাখিয়া যেমন বাহিরে গিয়াছেন, অমনি সেই

দুর্ব্বৃত্ত অতর্কিতে গৃহে প্রবিষ্ট হইয়াছে। মহিলাগণ গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পুনরায় নিদ্রাভিভূত হইলেন। এই সুযোগে উক্ত দস্যু স্বীয় দুরভিসন্ধি চরিতার্থতার জন্য বামাসুন্দরীর হস্ত ধরিয়া আকর্ষণের আয়োজন করিল। বামাসুন্দরী পামরের স্পর্শমাত্র জাগ্রৎ হইয়া "নারায়ণ" "নারায়ণ" বলিয়া প্রাণপণে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখে "নারায়ণ" বলিয়া চীৎকার শুনিয়াই তাঁহার শ্বশ্রূদেবী প্রভৃতি বৃদ্ধাগণ ও অন্যান্য গৃহে নিদ্রিত পুরুষ আত্মীয়গণ জাগিয়া উঠিলেন। তাঁহারা শব্দ করিবামাত্র সেই জঘন্য দস্যু গৃহের বেড়া ভাঙ্গিয়া বহির্গত হইল ও ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া দূরে চলিয়া গেল। কিন্তু বামাসুন্দরীর "নারায়ণ" "নারায়ণ" বলিয়া চীৎকার থামিল না। তাঁহার খুল্লতাত শ্বশুর প্রভৃতি তাঁহার শয়নগৃহে উপস্থিত হইলেন। দীপ জ্বলিল। কত প্রবোধ ও অভয় বচনে সকলে তাঁহাকে নির্ভয় ও শান্ত হইতে বলিতে লাগিলেন; তথাপি তাঁহার "নারায়ণ" "নারায়ণ" বলিয়া চীৎকার রব দূর হয় না। অনেক চেষ্টার পর তিনি নিবৃত্ত হইলেন। এই দুর্ঘটনার বিষয় উল্লেখ পূর্ব্বক শেষ জীবনে তিনি বলিয়াছেন:—আমি ঘোরতর অন্ধ-

কাবে দস্যুর হস্তস্পর্শে জাগ্রত হইবামাত্র যেমন "নারায়ণ" বলিয়া একবার ডাক দিলাম, অমনি বোধ করিতে লাগিলাম, কেহ যেন আমাকে আগুলিয়া ধরিয়া বলিল "ভয় নাই"; এবং সেই অবস্থায় সেই "নাবায়ণ" নাম আমার এত সুমিষ্ট বোধ হইল যে, আমার আর সে নাম ছাড়িয়া দিতে ইচ্ছা হয় নাই। আমি দেখিতেছিলাম, আমার শ্বশুর শ্বাশুরী সকলে ঘরে আছেন; সকলেই প্রবোধবাক্যে আমাকে সান্ত্বনা দিতেছেন। কিন্তু "নারায়ণ" নাম আমার নিকট সকল কথা হইতে অধিক মিষ্ট ও অভয় পূর্ণ বোধ হওয়াতে আমি তাহা অনেকক্ষণ ত্যাগ করি নাই। এখন আমি বুঝিতে পারিয়াছি যে ভগবান্ই আবির্ভূত হইয়া আমাকে ঘেরিয়া রক্ষা কবিয়াছিলেন। "নারায়ণ"ভগবানেরই অন্য নাম। তাই নারায়ণ নাম আমার নিকট তত সুমিষ্ট বোধ হইয়াছিল। নারায়ণের কৃপায় গুরুজনেরা জাগ্রত হইলেন বলিয়া আমার জীবন রক্ষা হইল; আমি দস্যুর আক্রমণ হইতেও উদ্ধার পাইলাম। আত্মীয়গণ স্ব স্ব গৃহে প্রতি গমন করিলেন। কিছুকাল পরে সকলেই আবার নিদ্রামগ্ন। অবশিষ্ট রাত্রি মধ্যে কেবল আমারই নিদ্রাবেশমাত্র হয় নাই। মনের মধ্যে নানারূপ

চিন্তারস্রোত প্রবাহিত। ভয় ভাবনা ও দুঃখ শোকে আমার শরীর মন আচ্ছন্ন। দুই নেত্র বারিপূর্ণ। অশ্রুবারির আর নিবৃত্তি হয় না। অথচ অন্য কেহ তাহা টেরও পায় নাই। যে দস্যু আমার উপরে দৌরাত্ম করিতে আসিয়াছিল আমি তাহাকে চিনিয়াছিলাম। তাহারও ঘরে যুবতী ভার্য্যা। দুরাচার বয়সে আমার কনিষ্ঠ না হইলেও সমান বয়স্ক। সে নিম্নশ্রেণীস্থ লোক; তাহার এতদূর আস্পর্দ্ধা! এতই অসুরত্ব!! এই ভাবিয়া ভাবিয়া এক একবার শোকে দুঃখে আপনা আপনি অভি-ভূত ও আচ্ছন্ন হই। মনের কথা কাহাকে বলি; দুঃখের গুরুভার বহনে যেন আমার আর সাধ্য নাই। মাঝে মাঝে মনে মনে বলি নারায়ণ, তুমিই দেখ, তুমিই বিচার কর। মর্ম্মভেদী দুঃখে নারা-য়ণকে সাক্ষী করিয়া সেই পামরের প্রতি অভি-শাপ দিলাম। দৈবের এমন ঘটনা যে সম্বৎসর শেষ না হইতেই আমি দেখিলাম, সে অত্যাচারীর প্রতি যে অভিশাপ দিয়াছিলাম তাহা সফল হইল। তখন আবার মনের অবস্থা ফিরিয়া গেল। বড়ই ব্যথিত হইলাম এবং ভাবিলাম হায়! সে নির্বু-দ্ধিতা বশতঃ না হয় আমার প্রতি অত্যাচার করিতে আসিয়াছিল, আমি কেন তাহাকে এমন

অভিশাপ দিলাম। যাহা হইবার তাহা হইয়া গেল, আর প্রতিকারের উপায় ছিল না। *

এই সকল দুর্ঘটনা শুনিয়া বামাসুন্দরীর পিতা এ অবস্থায় বামাসুন্দরীকে শ্বাশুরীর নিকট রাখা অনুচিত বিবেচনায় আপনার গৃহে আনয়ন করিলেন, তিনি পিতৃগৃহে আসিয়া অনেকটা শান্ত ও নির্ভীক হইলেন। ভক্তিসহকারেপূজা অর্চ্চনায়ও সংসারের নানাকার্য্যে দিনযাপন করিতে লাগিলেন। দীক্ষা গ্রহণের পর হিন্দুদিগের রীতি অনুসারে নিষ্ঠাসহকারে প্রতিদিন

* পাঠকবর্গের এই অংশ পাঠে নানারূপ সন্দেহ হইতে পারে। সেই সন্দেহ ভঞ্জনার্থ উল্লেখ করা আবশ্যক যে উক্ত ব্যক্তি শ্রদ্ধেয়া বামাসুন্দরীর প্রতি লিখিত রূপ অসদ্ব্যবহার করাতে তাঁহার এই অভিলাষ হয় যেন তিনি ও আর তাহার মুখ দর্শন না করেন; সেও যেন তাঁহার মুখের পানে আর তাকাইতে না পারে। স্থূলতঃ উহার মৃত্যু কামনাই তাঁহার অন্তরে উদিত হইয়াছিল। দৈবাধীন কয়েক মাসান্তে এই ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে সেও বিবাহিত ছিল; সুতরাং তাহার মৃত্যুতে তাহার নির্দ্দোষী যুবতী ভার্য্যা বৈধব্যদশাগ্রস্ত হইল। এই দেখিয়া বামাসুন্দরী মনে করিলেন আমার কামনানুসারে বা নারায়ণ এই ঘটনা ঘটাইলেন। তাই মৃত ব্যক্তির পত্নীর ক্লেশে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত চিত্তে শেষোক্তভাবে দুঃখ বোধ করিয়াছিলেন।

পূজা সন্ধ্যা করিতেন, তিনি কখন এ বিষয়ে উদাসীন হইতেন না। তিনি বলিয়াছেন ফুল ও বেলপাতা দ্বারা মহাদেবের পূজা করিয়া এই প্রার্থনা করিতাম, মহাদেব, তুমি আমার ভীষণ যৌবন পার করিয়া দাও, আমার ধর্ম্ম রক্ষা কর এবং একবার আমাকে দেখা দেও। প্রতিদিন মহাদেবের পূজান্তে এই প্রার্থনা হৃদয় হইতে উত্থিত হইত।

তীর্থযাত্রা।

যখন বামাসুন্দরীর অন্তরের উক্তরূপ অবস্থা তখন একদল যাত্রী গয়া ও কাশীধামে তীর্থযাত্রা করিবে স্থির হয়। বামাসুন্দরীর বৃদ্ধা শ্বশ্রূদেবীও যাত্রীদলের একজন। তিনি ইহা জানিয়া এতৎসমভিব্যাহারে গমন পূর্ব্বক গয়াধামে পিতৃলোকের পিণ্ডদান ও কাশীধামে মহাদেব দর্শনের জন্য নিতান্ত ব্যাকুল হন। এ সময়ে তাঁহার বয়স প্রায় পঁচিশ বৎসর। তাঁহার পিতা মাতা ও আত্মীয়গণ কোন মতেই তখন তাঁহাকে তীর্থ গমন জন্য সম্মতিদানে সহজে সম্মত হন নাই। পরিশেষে বামাসুন্দরীর নির্ব্বন্ধ ও সঙ্কল্পই জয়যুক্ত হয়। তিনি পিতা মাতা গুরুজনের সম্মতি লইয়া যাত্রীদলের একজন হইলেন। তখন রেলের পথ হয়

নাই। লোকদিগকে নৌকাপথে ও পদব্রজে অতি কষ্টে তীর্থযাত্রা করিতে হইত। তদ্ধেতু অনেক সময় তাহাদিগকে অনেক ভয় বিভীষিকা বিপদ পরীক্ষা ও অতিক্রম করিতে হইত। যাহা হউক বামাসুন্দরী ছয়মাস নানাতীর্থ পর্যটনে মনের সাধ পূর্ণ করিয়া নিরাপদে গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। একদিন তিনিও অপর একটী যুবতী গয়ার ফল্গু নদীতে স্নানার্থ যান। স্নানান্তে যখন তাঁহারা বাসায় ফিরিয়া যাইতেছিলেন তখন পথ ভুলিয়া অন্য পথে বহুদূর গিয়া পড়েন। একটী গয়ার লোক উঁহারা যে বাড়ীতে বাসা করিয়াছিলেন তাহা জানিত। সে উঁহাদের অন্যমনস্কতা ও পথভ্রান্তি বুঝিতে পারিল। সে ব্যক্তি "মা" বলিয়া উঁহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক পথভ্রান্তি বুঝাইয়া দিল এবং প্রকৃত পথ দেখাইয়া নির্দ্দিষ্টস্থানে পৌছাইয়া চলিয়া গেল। তিনি আজীবন এই পথপ্রদর্শক লোকটীর কথা কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ রাখিয়াছিলেন ও সুযোগ অনুসারে মধ্যে মধ্যে বলিতেন; সে পথ না দেখাইলে সে দিন না জানি কি শঙ্কটে পড়িতে হইত অনেককাল পরেও এরূপ অনুশোচনা করিতেন। কাশী হইতে বামাসুন্দরী প্রস্তর নির্ম্মিত শিবলিঙ্গ ও স্ফটিক নির্ম্মিত জপমালা আনয়ন-

করিয়াছিলেন। তীর্থযাত্রা হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি সেই শিবলিঙ্গ ও কবচপূজা এবং মালা জপ আরম্ভ করিলেন। তীর্থযাত্রা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর পুনরায় তিনি শ্বশ্রূদেবীর সহিত একত্র অবস্থান ও তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে কতিপয় বৎসর গত হইল।

শ্বশ্রূ বিয়োগ।

কালক্রমে তাঁহার শ্বশ্রূদেবীর অন্তিমকাল উপনীত হইল। বৃদ্ধা পুত্রশোকাতুরা শ্বাশুরী কিছুদিন রোগে কষ্ট পাইয়াই কালগ্রাসে পতিত হইলেন। মৃত্যুসময়ে যখন তাঁহাকে অনাবৃত আকাশ-তলে রাখিয়া রীতিমত বৈতরণী পার করাণ হয়, তখন অন্য কোন বৃদ্ধা তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন তুমি ত চলিলে; আমি এখনও রহিলাম। এ কথার উত্তরে মুমূর্ষু শ্বাশুরী স্বীয় পুত্রশোক লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন আমি যে চাঁদ খাইয়া আছি, আমার কি মরণ আছে? বামাসুন্দরী বলিয়াছেন মৃত্যু সময়েও শ্বাশুরীর প্রাণে বিদ্ধ এই পুত্রের অভাবজনিত নিদারুণ শোকশলাকা দর্শনে তিনি যারপর নাই আশ্চর্য্যান্বিত ও অধিকতর দুঃখিত হইয়া-

ছিলেন। তিনি শ্বাশুরীকে বলিলেন আপনার ত শেষকাল উপস্থিত; এখন ইষ্টমন্ত্র স্মরণ করুন, গুরুদেবকে স্মরণ করুন। বধূর এই কথায় শ্বাশুরী তৎক্ষণাৎ বলিলেন, হাঁ মা, এই ত আমি জপ করিতেছি, আমার সব স্মরণ আছে। আমি কেন অন্ধকার দেখি। চক্ষে ত কিছুই দেখি না। এই কথা বলিতেই পার্শ্বস্থ লোকেরা তাঁহার ঐহিক লীলা শেষ হইতেছে বলিয়া বুঝিল। স্বল্পক্ষণ মধ্যে "হরিনাম" "রামনাম" করিতে করিতে, শুনিতে শুনিতে বৃদ্ধার আত্মা দেহ ত্যাগ করিল। শ্বশ্রু-দেবীর এরূপ সচেতন মৃত্যু দর্শনে বধূর অন্তরে সচৈতন্যে মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারাই বাঞ্ছনীয় বলিয়া প্রতীতি জন্মে। বামাসুন্দরী নির্দ্দিষ্ট সময়ে যথারীতি শ্বাশুরীর আদ্যশ্রাদ্ধ কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। এখন তাঁহার চিত্ত পিত্রালয়ের দিকে আকৃষ্ট হইতে লাগিল। বামাসুন্দরীর পিতৃদেব ও পরলোকে নীত হইয়াছিলেন। দুই ভ্রাতা অপ্রাপ্ত বয়স্ক। মাতাও প্রাচীনা। আপনাকে তাহাদের আশ্রয়ে রক্ষা করা এবং আপনি তাহাদের অভিভাবকরূপে তাহাদিগকে রক্ষা করা এই দুই বিষয় ক্রমে তাঁহার চিন্তাকে অধিকার করিল। স্বামীর বাড়ী ঘর আদি যৎসামান্য যাহা ছিল তাহা

বিক্রয় করিলেন। তিনি সেই বিক্রয়লব্ধ যৎ কিঞ্চিৎ অর্থ লইয়া ভর্ত্তৃভবন ত্যাগ ও ভ্রাতৃভবনে গমন করিলেন। শেষ জীবনে ভ্রাতৃদ্বয়ই তাঁহার আশ্রয় স্থলবর্ত্তী হন। তিনিও তাহাদের আশ্রয় এবং অভিভাবিকারূপে দণ্ডায়মান হন।

ভ্রাতৃভবনে বাস।

উল্লিখিত ভ্রাতৃদ্বয়ের জ্যেষ্ঠ জনের নাম শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র গুপ্ত, কনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার গুপ্ত। যখন ৺রামকমল গুপ্তের প্রথম পুত্র কাশীচন্দ্র ভূমিষ্ঠ হন, তখনই তিনি পরম স্নেহাস্পদা নিরাশ্রয়া বামাসুন্দরীকে বলিয়াছিলেন এই শ্রীমান তোমার আশ্রয় স্থলবর্ত্তী হইল এত দিনে উক্ত পিতৃবাক্য তাঁহার পক্ষে সম্যক পূর্ণ হইতে চলিল। অবশিষ্ট জীবন ভ্রাতাদের আশ্রয়ে যাপন জন্য বামাসুন্দরী তাহাদের গৃহে বাস করিতে আরম্ভ করিলেন। বিধবা ভগিনীগণ ভ্রাতৃগৃহে থাকিলে যেরূপ গৃহ কার্য্যের অনেক ভার তাঁহাদের উপর পড়িয়া থাকে ইঁহার পক্ষেও তাহাই ঘটিয়াছিল। পূজা সন্ধ্যা জপ কার্য্যের পর যে সময় থাকিত ভ্রাতাদের গৃহে যে প্রকারে

শৃঙ্খলা ও গৃহকার্য্য সুনির্ব্বাহিত হয় তাহাতেই তাহা ব্যয় করিতেন।

চিত্ত পরিবর্ত্তন।

এই সময়ে সমস্ত পূর্ব্ববঙ্গে—বিশেষতঃ ঢাকা নগরে—যুবকবৃন্দ ব্রাহ্মধর্ম্মের আন্দোলনে আন্দোলিত। পৌত্তলিকতা পরিবর্জ্জন, একমেবাদ্বিতীয়ম্ নিরাকার নির্ব্বিকার ঈশ্বরোপাসনাবলম্বন এবং এই ব্রতে অন্যকে ব্রতী করা তৎকালীন যুবকগণের গৌরব বলিয়া মনে হইত। উপরি উল্লিখিত কাশীচন্দ্র গুপ্ত ও তাঁহার সহাধ্যায়ী ও ভ্রাতা ঈশানচন্দ্র সেন প্রভৃতি ইহার কিছু কাল পূর্ব্বে ঈশ্বরোপাসনা ব্রত অবলম্বন করেন। তাঁহাদের মনে হইল এই ভগিনী যদি ব্রহ্মোপাসনা সুধারস পান করেন তবে তাঁহার চিরদুঃখের উপশম হইতে পারে। কিন্তু যেরূপ সুদৃঢ় কুসংস্কারে তিনি সমাচ্ছন্ন, প্রিয় পুত্তলের প্রতি তাঁহার যেরূপ আস্থা ও আসক্তি, সহজে যে ইনি তাঁহাদের পরামর্শে কর্ণপাত করিবেন তাহার সম্ভাবনা অল্প। যাহাহউক একবার যত্ন করা যাউক। ঈশানচন্দ্র আরম্ভ করিলেন. যদি ইঁহার কুসংস্কারগুলিতে

অনাস্থা জন্মে তবে সত্যের দিকে গতি হওয়া অসম্ভব নহে। এই আশায় তিনি ভগিনীর প্রস্তর নির্ম্মিত শিবলিঙ্গ, স্বর্ণ নির্ম্মিত ইষ্ট কবচ ও স্ফটিক নির্ম্মিত জপমালার প্রতি তাঁহাকে সন্দিগ্ধমনা করিবার জন্য উপায় দেখিতে লাগিলেন। এতৎ সঙ্গে পৌত্তলিকতা যে অসত্য এবং পাপ এই বোধ জন্মাইবার জন্যও যত্ন চলিল। এই কার্য্য সাধনোদ্দেশে কখন কখন ভগিনীর শিবলিঙ্গ, জপমালা, কবচের প্রতি অতি অসম্মান সূচক ব্যবহার হইত। পূজ্য পুত্তলের প্রতি সে ব্যবহারে তাঁহাদের ভগিনী মর্ম্মাহত হইতেন; ভ্রাতাদের তদ্দ্বারা পাছে কোন অকল্যান ঘটে সে জন্যও ভয় করিতেন। পুত্তলদ্বেষী কালাপাহাড়ের মৃন্ময় কিম্বা প্রস্তরময় দেবমূর্ত্তির অঙ্গভঙ্গ করাতে যেমন বিন্দুমাত্রও ভয় ছিল না, তৎকালীন উৎসাহী যুবা ব্রাহ্মদিগেরও পুত্তলকে লোষ্ট্রবৎ ব্যবহারে কিছুই ভয় হইত না। বামাসুন্দরীত ব্রাহ্মিকা ছিলেন না। তিনি সন্ধ্যা পূজানিষ্ঠ কুসংস্কারাপন্ন একটী সাধ্বী বিধবা। তাঁহার দেবাবমানে কেনইবা চিন্তা ও ভয় না হইবে? তিনি এতদূর উত্যক্ত হইয়াছিলেন যে অল্প বুদ্ধি চঞ্চলমতি ভাইদিগকে নিজে শাসন করিতে অপারগ দেখিয়া প্রতিবেশী প্রতিবেশিনী-

দিগকে ডাকিতেন এবং ঈশানচন্দ্রের অত্যাচার উৎপীড়নের কথা বলিয়া দিতেন। তাঁহারা মহাকোলাহলে এই গুরুতর অপরাধে ঈশানচন্দ্রকে তর্জ্জন গর্জ্জনসহ শাসন করিতেন। কিছু দিন এই রূপে চলিয়া গেল। অকস্মাৎ এক দিন বামাসুন্দরীর মনের স্থিরজলে একটী সন্দেহের লোষ্ট্র পাত হইল। যদ্দ্বারা তাঁহার মানসহ্রদের অকম্পিতপূর্ব্ব বারিরাশিতে তরঙ্গ উঠিল। তিনি এক দিন আগ্রহের সহিত ঈশানচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভাল ঈশান, দেবতাঁর প্রতি যে এরূপ ব্যবহার কর তোমার কি একটুকু ভয়ও হয় না? ঈশানচন্দ্র এই প্রশ্নের উত্তরে গম্ভীর ভাবে বলিলেন, প্রস্তর ধাতু ইত্যাদিতো দেবতা নহে, তাহাদের প্রতি এরূপ ব্যবহারে কেন ভয় হইবে? ঈশ্বরই প্রকৃত দেবতা। তাঁহাকেই ভয় করিতে হয়। "মৃত্তিকা প্রস্তর, ধাতু ইত্যাদি দেবতা নহে, ঈশ্বরই প্রকৃত দেবতা,, এমন কথা বামা সুন্দরী আর কাহারও মুখে পূর্ব্বে কখন শ্রবণ করেন নাই। এই বাক্যে তাঁহার মন স্তম্ভিত হইল। তাঁহার মনের মধ্যে এক নূতন প্রণালীর চিন্তাস্রোত খুলিয়া গেল; এক নূতন অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইল। হঠাৎ মানসা-ভ্যন্তরে ঘোরতর প্রলয়-পবন প্রবাহিত হইতে

লাগিল। সুতরাং ঈশান বাবুর উক্ত কথার প্রতিকূলে বা অনুকূলে বামাসুন্দরী তৎক্ষণাৎ কোন কথাই বলিতে সক্ষম হইলেন না।

অনুমান করা যায় যে এই ঘটনার পর হইতেই সাধ্বী ধর্ম্ম পিপাসু বামাসুন্দরীর মন সেই সত্য ঈশ্বরের অনুসন্ধানে ধাবিত হইল। ইহার পর কয়েক মাস ঘটনা বশতঃ ঈশান বাবুর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় নাই। পুনরায় যখন ঈশান বাবু বাড়ী আসিলেন তখন এক দিন সন্ধ্যাকালে তাঁহাকে ডাকাইয়া বামাসুন্দরী বলিলেন, তুমি আমার নিকট বসিয়া অদ্য উপাসনা কর; আমি উপাসনা করা শুনিব। বামাসুন্দরীকে ব্রহ্মোপাসনা শ্রবণ পিপাসু দর্শনে ঈশানচন্দ্র আনন্দের সহিত এই অনুরোধ পালন করিলেন। যে কয়েক দিবস ঈশানচন্দ্র সে যাত্রায় বাড়ীতে ছিলেন প্রতিদিনই সায়ংকালে বামাসুন্দরীর সন্নিধানে বসিয়া উপাসনা করিতে অনুরুদ্ধ হইতেন; এবং ঈশানচন্দ্র এই অনুরোধ নিত্য পালনও করিতেন। কিছু দিন অনুরাগ-রঞ্জিতচিত্তে ব্রহ্মোপাসনা শ্রবণে ইহার আকর্ষণী তাঁহার হৃদয়কে মুগ্ধ করিল। তিনি কেবল শ্রবণে পরিতৃপ্ত হইতে পারিলেন না, গোপনে উপাসনা করিতে আরম্ভ করিলেন। অথচ অনেক দিন

কেহ এ ব্যাপারের সন্ধানও পায় নাই। এত গোপনে তিনি উপাসনা প্রার্থনা করেন যে কেহই তাহা টের পাইতে পারেনা। এদিকে নিষ্ঠার সহিত অবলম্বিত কবচও শিবলিঙ্গ পূজা এবং জপ কার্য্যও নিয়মিত রূপেই সম্পন্ন করিতে প্রবৃত্ত ছিলেন। সুতরাং অন্যের পক্ষে তাঁহার চিত্ত পরিবর্ত্তন এ সময়ে অনুভব করিবার সুবিধাছিল না। কয়েক মাস পরে এক দিন বামাসুন্দরী স্নান করিয়া কোথায় চলিয়া গেলেন কেহ টের পাইল না। গৃহের কোন কার্য্যের জন্য তাঁহার আবশ্যক হওয়াতে তাঁহার এক ভগিনী তাঁহাকে ডাকিতে লাগিলেন, সন্ধান পাইলেন না। পরে কোন খাদ্য দ্রব্য বাহির করিবার জন্য ভাণ্ডারে প্রবেশ পূর্ব্বক দেখিলেন, ভাণ্ডারের এক পার্শ্বে তাঁহাদের ভগিনী একাকিনী নিমীলিত নেত্রে বসিয়া আছেন। তিনি সেই দিন বুঝিলেন যে তাঁহাদের অগ্রজা ব্রহ্মোপাসনা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি দেখিয়াও অপর কাহার নিকট একথা প্রকাশ করিলেন না। কিয়ৎ কাল গোপনে উপাসনাব্রত অনুরাগসহকারে পালন করিতে করিতে বামাসুন্দরী ব্রহ্মোপাসনাশীল ভ্রাতৃগণের সহিত একত্র ব্রহ্মোপাসনা করিবার জন্য তৃষিত

হইলেন। এই অভিনব লালসায় তিনি এত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন যে, যে সকল ভ্রাতা একত্রে ব্রহ্মোপাসনা করিতেন তাহাদের নিকট এই অভিলাষ নির্ভয়ে প্রকাশ করা আবশ্যক বোধ করিলেন।

যখন বামাসুন্দরীর মন উপরোক্ত আগ্রহে আহগ্রাম্বিত তখন ঘটনা ক্রমে ঈশানচন্দ্রও বিদেশ হইতে জন্মভূমিতে উপস্থিত হন। বামাসুন্দরী সরল ভাবে স্নেহাস্পদ ঈশানচন্দ্রের নিকট হৃদয়ের লালসা ব্যক্ত করিলেন; এবং ভ্রাতার সহিত একত্র ব্রহ্মোপাসনারস পানে অভূতপূর্ব্ব শান্তি ও আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। তাঁহার অন্তঃকরণের অন্যবিধ ভয় ভাবনা দূরে চলিয়া গেল। গ্রীষ্মাবকাশে গ্রামস্থ উপাসক যুবকগণ গৃহে উপস্থিত হইলেন; তাঁহার অনুজ কাশীচন্দ্রও বাড়ীতে আসিলেন। তৎকালে ব্রহ্মোপাসক যুবকবৃন্দ শীত কিম্বা গ্রীষ্মাবকাশে একত্র হইলেই ব্রহ্মোপাসনা, সংকীর্ত্তন ও ধর্ম্ম প্রসঙ্গের পবিত্র আনন্দ ও উৎসাহে মত্ত হইতেন; এবং এইরূপ কর্ম্মের ফলস্বরূপ গ্রাম্য মহাশয়দিগের নিন্দা গ্লানি সমাজচ্যুতির বিভীষিকা ও তাঁহাদের বহন করিতে হইত। বামাসুন্দরী সে সকলই জানিতেন ও ইহার প্রত্যক্ষ সাক্ষী ছিলেন। বামাসুন্দরীর সমস্ত বিষয়ে

অবগতি সত্ত্বেও এই নবীন যুবক দলের সহিত মিশিয়া ব্রহ্মোপাসনা সম্ভোগের লালসা অতীব বলবতী হইয়া উঠিল। তিনি ইহা প্রকাশ করিলেন। যে দিন প্রথম তাঁহাকে লইয়া আউটসাহী গ্রামের যুবক বৃন্দ ব্রহ্মোপাসনা করেন সে দিন যুবক বৃন্দকে প্রহার দ্বারা পরাভূত করিবার জন্য হিন্দুসমাজের একজন অগ্রণী কয়েক জন লাঠিয়াল সহ উপাসকদিগকে আক্রমণ করেন। চঞ্চলমতি ক্ষীণবিশ্বাসী যুবকগণ লাঠিয়ালদিগের সাড়া পাইয়া দ্রুতপদে গৃহ হইতে অতর্কিতে পলায়ণপর হয়। কিন্তু বামাসুন্দরীও অপর একজন যুবক নির্ভয়ে সেই গৃহে উপাসনা কার্য্য সম্পাদনে প্রবৃত্ত থাকেন। কয়েক জনের পদশব্দ ও পলায়ণতৎপরতা দেখিয়া আক্রমণকারীরা মনে করিয়াছিল সকলেই দৌড়িয়া পলাইতেছে। সুতরাং তাহারা পলায়ণকারীদিগকে ধৃত করিবার জন্য তাহাদের অনুসরণ করিল। এদিকে বামাসুন্দরী নিরাপদে সমবেত উপাসনার ফল প্রাপ্ত হইলেন। এই সময়ে বামাসুন্দরীর বয়স চৌত্রিশ কি পঁয়ত্রিশ বৎসর। তিনি সংগোপনে উপাসনাদি সাধন করিতেন কাজেই তাঁহার উপর তখনও কোন উৎপীড়ন বা তিরস্কার পাত হয় নাই। কিন্তু উদ্ধত অবাধ্য হিন্দুধর্ম্ম দ্রোহী যুবকদিগের সহিত বামা

সুন্দরীও একত্র হইয়া ব্রহ্মোপাসনা করেন একথা গ্রাম মধ্যে রটনা হইতে অধিক বিলম্ব হইল না। তৎক্ষণাৎ উৎপীড়ন নির্য্যাতনের অগ্নিও এই কারণে চতুর্গুণ বেগে গ্রামমধ্যে প্রজ্জ্বলিত হইল। সকল যুবক অপেক্ষা তখন তাঁহার প্রতিই অধিকতর-রূপে নানা ছন্দোবন্ধে বিদ্রূপ, বিভৎস কথায় গালি, ও নিন্দা-স্রোত চলিতে লাগিল। এইরূপে উৎপীড়নের অগ্নিতে দগ্ধ হইয়াও প্রাণের অনুরাগে ব্রহ্মোপা· করা তিনি এক দিনের জন্যও পরিত্যাগ করেন নাই। বামাসুন্দরীর ধর্ম্ম বা চরিত্রের বিরুদ্ধে এত কাল মধ্যে কেহ একটী কথাও বলে নাই। সত্য ঈশ্বরের ভজন পূজনে আত্মসমর্পণ করাতে বামা-সুন্দরীর সে দিন শেষ হইয়া আসিল। এই সময় হইতে তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধেও মিথ্যা নিন্দাবাদ আরম্ভ হইল।

বিদ্যাশিক্ষা।

বামাসুন্দরীর বাল্য জীবনের বিষয় যখন উল্লেখিত হইয়াছে তখন প্রকাশ করা গিয়াছে, তিনি বাল্যকালে লেখা পড়ার চর্চ্চা করেন নাই। এইক্ষণ হৃদয়ের আস্থার সহিত তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম

অবলম্বন করিলেন, অথচ লেখা পড়া কিছুই জানেন না। ঈশান বাবু ও কাশী বাবু শ্রদ্ধেয়া বামাসুন্দরীকে লেখা পড়া শিখিতে অনুরোধ করিলেন। কেননা সর্ব্বদা তিনি ব্রাহ্মদিগের সংসর্গে থাকিতে পারিবেন না। ব্রাহ্মধর্ম্ম কতগুলি নির্দ্দিষ্ট মন্ত্র তন্ত্রের ধর্ম্ম নহে যে তাহা শিখিয়া পাঠ করিতে থাকিলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। এ ধর্ম্মের অনুশাসনে জীবন্তভাবে ব্রহ্মোপাসনা করাও যেমন আবশ্যক, সদ্‌গ্রন্থাদি পাঠও তেমন প্রয়োজন। বিশেষতঃ যে ভ্রাতাদিগের সাহায্যে তিনি এ বিষয়ে অগ্রসর হইতেছিলেন তাঁহারা সর্ব্বদা বাড়ী থাকিতে পারেন না। তাঁহাকে ধর্ম্মবন্ধু হীন হইয়া একাকিনী বাড়ীতে কালযাপন করিতে হইত। লেখা পড়া জানা থাকিলে চিঠী পত্রদ্বারা ভ্রাতাদিগের মনের অবস্থা জানিবার ও স্বীয় মনের অবস্থা তাহাদিগকে জানাইবারও সুবিধা হয়। বামাসুন্দরী উক্ত অনুরোধের মর্ম্ম পরিগ্রহ করিলেন, এবং অভিনিবেশ সহকারে বিদ্যাভ্যাসে রত হইলেন। আট দশ মাসে তিনি পুস্তকাদি পড়িয়া বুঝিতে এবং কিছু কিছু লিখিতে শিখিলেন। তিনি ধর্ম্ম বিষয়ক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি অবসর ক্রমে সকল সময়েই পড়িতেন; অতি কষ্টের সহিত পত্রও

লিখিতে পারিতেন। লিখিবার জন্য তত যত্ন কখন করেন নাই, গ্রন্থাদি পড়িয়া বুঝিবার জন্য যত যত্ন করিয়াছেন; সেজন্য লেখায় তাঁহার বিশেষ উন্নতি হয় নাই। যাহা হউক তিনি এক প্রকার শেষ বয়সে ধর্ম্মোৎসাহে উৎসাহিতা হইয়া বিদ্যা শিক্ষা করিলেন; ঈশ্বরের প্রতি জীবন্ত বিশ্বাস লাভ হওয়াতে অনায়াসে বহুদিন পোষিত কুসংস্কারের দুশ্ছেদ্য শৃখলবিমুক্তা হইলেন। সুতরাং তাঁহার জীবনের এই দৃষ্টান্ত কুসংস্কারাপন্ন বঙ্গীয় রমণীসমাজে বিশেষ আদরের সামগ্রী।

উৎপীড়ন ও অটলতা।

যদিও এই শ্রদ্ধেয়া ললনা ঈশ্বরপ্রসাদে সৎপথ লাভ করিলেন, যদিও দিন দিন নানা-বিষয়ক জ্ঞানে উন্নতি লাভ করিলেন, যদিও তাঁহার হৃদয় বিশ্বাসের অটল দুর্গ লাভে যেমন বলবতী তেমনি ভক্তিমতী হইতে আরম্ভ হইল, যদিও তাঁহার চরিত্রের পবিত্রতায় বিন্দু-মাত্র কালিমা স্পৃষ্ট হইবার কোন হেতু বর্ত্তে নাই, তথাপি অনেক লোকই তাঁহার প্রতিকূলে এই সময়ে নানারূপ কলঙ্ক রটনা করিতে লাগিল। তিনি প্রাণের মধ্যে ঈশ্বরোপাসনা জনিত নির্ম্মল

আনন্দ লাভ করিয়া বাহিরের নিন্দা গ্লানি নিঃশব্দে অকাতরে বহন করিতে লাগিলেন। ভগবান্ এতদ্দ্বারা তাঁহার বিশ্বাস পরীক্ষা করিতেছিলেন তাঁহার বৃদ্ধা মাতা অন্যান্য কলহ পরায়ণা স্ত্রীলোক-দিগের ন্যায় কোন বিষয় উপলক্ষে ধূমধাম করিতে পারিতেন না। কাজে কাজে চিরশুদ্ধা-চারিণী চিরদুঃখিনী কন্যার বিরুদ্ধে অসময়ে নিরর্থক কুৎসা শ্রবণে গৃহে বসিয়া ক্রন্দন করি-তেন। বামাসুন্দরী কখন কখন মাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য বলিতেন, মা, তুমি কাঁদ কেন? এ সকল কথা তো সত্য নহে, তবে আর চিন্তা কি? মা বলিতেন আমি সে জন্য রোদন করি না; তোমাদের স্বজন (পিতা) থাকিলে কেহ তোমা-দিগকে এরূপ অনর্থক অপমান করিতে সাহসী হইত না। ইহাই ভাবিয়া আমার অশ্রুপাত হয়। বামাসুন্দরী মাতার মুখে এই উত্তর শুনিয়া বলিয়াছিলেন, অনেকে মনে করে আমি পিতৃহীনা কি পতিহীনা বলিয়া মিথ্যা লোকাপবাদ সহ্য করিতে বাধ্য হইতেছি; বাস্তবিক তাঁহারা জীবিত থাকিলে তাঁহারাই হয় ত আমাকে এ পথের পথিক হইতে দেখিলে, প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হই-তেন। আমি ঈশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক বুঝি-

তেছি, আমার অনেক দুঃখ ও সুখের কারণ হইয়াছে, অনেক বিপদ ও আত্মার সম্পদ লাভের পথ করিয়াছে। ফলতঃ খাটী বিশ্বাসের পথে দণ্ডায়মান হইয়া তিনি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন, ঈশ্বরকে পাইতে চাহিলে এরূপ উৎপীড়ন অপমান অনতিক্রমণীয়। মনের মধ্যে এই প্রবোধ পাওয়াতে তিনি অত্যন্ত উৎপীড়নে ও বাঙ্‌নিষ্পত্তি করেন নাই। কখন কখন দেখা গিয়াছে যদি কেহ এই সুযোগে তাঁহার চরিত্রের বিরুদ্ধে অনুচিত কুৎসা করিত তবে সুবিধা মতে তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাহাকে এমনভাবে কথা বলিতেন ও প্রশ্ন করিতেন যে, সে ব্যক্তি পুরুষ হউক বা নারী হউক, মস্তক অবনত করিত ও পরাস্ত হইত। কখন বা তিনি ব্রহ্মোপাসনা যে অসঙ্গত নহে তাহাও উৎপীড়নকারীদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু উৎপীড়নকারীরা যে জন্য নিন্দা গ্লানি বা উৎপীড়ন করিতে একদিনের জন্যও তাহাদের সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই। তিনি ব্রহ্মোপাসনা পরিত্যাগ কিম্বা ব্রহ্মোপাসক যুবকদিগের প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরাগ প্রদর্শনে ত্রুটী করেন নাই। আর একদিক দেখিতে গেলে কেন যে তাঁহার প্রতি উৎপীড়ন হইত তাহার

কারণ নির্দ্দেশ কঠিন। কেননা ব্রহ্মোপাসনায় আস্থা এবং প্রীতি লাভ হইলেও তিনি অনেক দিন পর্য্যন্ত যেমন প্রতিদিন ব্রহ্মোপাসনা ব্রত ও পালনে রত ছিলেন, তেমন হিন্দুসমাজের পদ্ধতি অনুসারে পূর্ব্ববৎ পূজা সন্ধ্যা জপাদিও করিতেন। আশ্চর্য্য এই লোকেরা তিনি উপাসনা করিতে বসিলেও উপহাস করিত, ফুল বেলপাতা লইয়া পূজা করিতেছেন দেখিলেও নানা ব্যঙ্গোক্তি করিত। অনেক দিন এইরূপে তিনি সকলই ধীরভাবে বহন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তিনি উৎপীড়ন ও ব্যঙ্গকারীদিগের চিত্তের দুরবস্থা উল্লেখ পূর্ব্বক কোন কোন প্রেমাস্পদ ব্রাহ্ম ভ্রাতার নিকট কখন কখন দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিতেন উপহাসকারীগণ যদি ব্রহ্মোপাসনা রসপানে একবার সক্ষম হইত, তবে ইহাদেরও চিত্তে পরিবর্ত্তন ঘটিত ও ইহারা অন্তরে আরাম পাইত। যাঁহারা তাঁহার বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ করিত, তিনি ইচ্ছা করিতেন, তাহারা ব্রহ্মোপাসনা ও ব্রহ্মসঙ্গীত শ্রবন করুক। এ জন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারকগণ তাঁহার জন্মভূমিতে গমন পূর্ব্বক কীর্ত্তনাদি ও উপাসনা করুন এই আকাঙ্ক্ষা সর্ব্বদা তিনি প্রকাশ করিতেন।

পুত্তল পূজা বর্জ্জন।

তাঁহার পুতুল পূজা পরিবর্জ্জন অতি অপূর্ব্ব ঘটনা। ইহা জীবন্ত ঈশ্বরের একটী সাক্ষাৎ লীলা। কোন হিন্দু পৌত্তলিকের উপহাসে কিম্বা কোন ব্রাহ্ম ভ্রাতার উত্তেজনায় তাঁহার পুতুল পূজা পরিত্যক্ত হয় নাই। ঈশান বাবু ও কাশী বাবু তাঁহাদের ভগিনীর চিত্ত পরিবর্ত্তন ও উপাসনায় রুচি দেখিয়া নিতান্ত হৃষ্ট চিত্ত হইলেন। অধি-কন্তু তাঁহারা তাঁহাদের মাননীয়া ভগিনীর সহিত কথোপকথনে স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেন, তিনি ঈশ্ব-রের দিব্যজ্ঞানও সত্য, ব্রহ্মকৃপা বলে সাক্ষাৎ ভাবেই অন্তরে প্রাপ্ত হইতেছেন। তথাচ তিনি লোক নিন্দাভয়ে পুতুল পূজা পরিহারে সাহস পান না ভাবিয়া উক্ত ভ্রাতৃদ্বয় ব্যথিত হইতেন। কাশী বাবু সময়ে সময়ে স্পষ্টবাক্যে এ জন্য ভগিনীকে অনুযোগ দিতেও ক্ষান্ত হইতেন না। ভগিনী সে অনুযোগ শ্রবণে পক্ষে বা বিপক্ষে বাক্যস্ফুরণও করিতেন না। ঈশান বাবুর মনে ছিল এ বিষয়ে অনুরোধ করা অনাবশ্যক; কারণ যে আত্মায় সাক্ষাৎভাবে ঈশ্বরের সত্য ও জ্ঞানজ্যোতি বিকীর্ণ হইতেছে, সেই আত্মা নিজে বুঝিয়া পুতুল

পূজা না ছাড়িলে অন্যের দ্বারা এ বিষয়ে কিছু সাহায্য হওয়ার আশা নাই। এইভাবে কিয়ৎকাল গত হইল। কিয়দ্দিনানন্তর বামাসুন্দরীকে মুক্ত করিবার জন্য বিধাতা এক বিচিত্র লীলা সংঘটন করেন। একদিন বামাসুন্দরী তাঁহাদের পুষ্করিণীর ঘাটে বসিয়া নিয়মিতরূপে পূজা করিতেছেন। পূজান্তে বিসর্জ্জনকালে * তিনি চিত্ত বিভ্রম নিবন্ধন ফুল বেলপাতের সহিত অর্চ্চনীয় স্বর্ণনির্ম্মিত † কবচও জলে বিসর্জ্জন করিয়া ফেলিলেন। বিসর্জ্জন করিয়াই তৎক্ষণাৎ হায়! কি করিলাম বলিয়া তাঁহার অনুশোচনা হইল। জলে অবগাহন পূর্ব্বক বিসর্জ্জিত কবচ—কল্পিত উপাস্য পদার্থ—সন্ধান করিতে রত হইলেন। তিনি যখন হারাধন পুনর্লাভে স্বয়ং অপারগ হইলেন, তখন অপর লোক এবং জালদ্বারাও সেই প্রিয় পদার্থ পুনরুদ্ধারের জন্য অনেক যত্ন করাইলেন। কিন্তু হৃত পদার্থ আর

---

* যাঁহারা পুতুল পূজার প্রণালী জানেন তাঁহারা অবগত আছেন, পুতুল পূজার আরম্ভে আহ্বান করিয়া পূজায় রত হইতে হয় এবং বিসর্জ্জন দ্বারাই পূজার শেষ হয়।

† শাক্তগণ স্বর্ণ-নির্মিত কবচকে শক্তির প্রতিনিধি ও অধিষ্ঠানভূমিরূপে পূজা করিয়া থাকেন।

পাওয়া গেল না। এই ঘটনাকে তিনি পুতুল পূজা বর্জ্জনার্থ তাঁহার প্রতি ঈশ্বরের নিষেধাজ্ঞা বলিয়া বুঝিলেন। তদবধি তাঁহার পুতুল পূজা পরিত্যাগ হইল। প্রস্তর নির্ম্মিত শিবলিঙ্গ এবং জপের মালা তখনও তাঁহার নিকট ছিল; কিন্তু এ ঘটনা পুতুল পূজা ত্যাগ জন্য ঊর্দ্ধ হইতে ইঙ্গিত বোধে সকলই বর্জ্জিত হইল। তখন হইতে নিষ্ঠার সহিত ব্রহ্মোপাসনা এবং মালাদ্বারা সংখ্যাগননিরপেক্ষভাবে ভক্তির সহিত হরিনাম জপে তিনি আজীবনের জন্য রত হইলেন। বলা বাহুল্য যে এই দৈব ঘটনা উপলক্ষে তাঁহার প্রচুর নিন্দা অপমান সহ্য করিতে হইয়াছিল। সকলেই বলিতে লাগিল বামা ইচ্ছা পূর্ব্বকই এরূপ ঘটনা ঘটাইয়াছে। তিনি সরল চিত্তে বলিয়াছেন তাঁহার এরূপ ইচ্ছা ছিল না। ঈশ্বরই ইহা সংঘটন করিয়াছেন। যখন এই ঘটনা সংঘটিত হয় তখন কোন ব্রাহ্ম ভ্রাতা তাঁহার নিকটে ছিলেন না। ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য লাভ পূর্ব্বক বামাসুন্দরীর যে ভ্রাতারা পৌত্তলিকতা পরিহার করেন, ও তাঁহাকে এ বিষয়ে উত্তেজনা করেন তাঁহারা কার্য্যোপলক্ষে তখন বিদেশে ছিলেন; ঘটনার অনেক দিন পরে ইহার তত্ত্ব অবগত হন। সত্য সত্যই কি ইহা জীবন্ত

ঈশ্বরের অভূতপূর্ব্ব একটী মহিমা প্রদর্শন নহে? এই ঘটনাই বামাসুন্দরীকে, পরিষ্কাররূপে একমাত্র নিরাকার ব্রহ্মোপাসিকা করিয়া লইল।

ঢাকা নববিধান প্রচারকদলের সহিত পরিচয়।

কাশী বাবু একসময়ে ঢাকাস্থ নববিধান ব্রাহ্ম-সমাজের প্রচারকদিগকে স্বালয়ে আমন্ত্রণ করেন। আমন্ত্রণ কার্য্যে বামাসুন্দরীরও বিশেষ যোগ ও আগ্রহ ছিল। প্রচাকরদিগের অনেকে উক্ত আমন্ত্রণ রক্ষার্থ আউটসাহী গ্রামে ১২৮৫ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে গমন করেন। প্রচারকগণ গ্রামবাসীদিগকে লইয়া ব্রহ্মোপাসনা ও উপদেশ প্রদান এবং গ্রাম মধ্যে ব্রহ্মনাম সংকীর্ত্তন করেন। এই সময়ে শ্রদ্ধেয়া বামাসুন্দরী উপরি উক্ত প্রচারকদিগের সহিত এবং ঢাকা নববিধান ব্রাহ্মসমাজের উপা-চার্য্য ভক্তিভাজন বঙ্গচন্দ্র রায় মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎভাবে পরিচিত হইয়াছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গস্থ প্রচারক দলের সহিত আলাপ পরিচয় হওয়া অবধি ঢাকা নববিধান ব্রাহ্ম সমাজের সাম্বৎ-সরিক উৎসবে যোগদান জন্য তাঁহার অভিলাষ জন্মে। নানাকারণে পরবর্ত্তী কতিপয় বৎসর তাঁহার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় নাই।

চট্টগ্রামবাস।

উল্লিখিত ঘটনার কিয়ৎকাল পরে কাশী বাবু তাঁহার পরিবারসহ চট্টগ্রাম যান। তাঁহার ভগিনী বামাসুন্দরী ও এতৎসমভিব্যাহারে চট্টগ্রামে যাত্রা করেন। তাঁহারা চট্টগ্রামে উপস্থিত হইয়া কয়েকটী ব্রাহ্ম পরিবারসহ একত্র বাস করেন। এখানে প্রতিদিন পারিবারিক উপাসনা হইত। নর নারীগণ প্রাহ্নে স্নানের পর পবিত্র ব্রহ্মোপাসনামৃত পানান্তে আপনাপন কর্ত্তব্য সাধনে নিযুক্ত হইতেন। এখানে সকলেই ব্রহ্মোপাসনার প্রতি অনুরাগী ও পক্ষপাতী। সুতরাং বামাসুন্দরী এই পুণ্যক্ষেত্রে পবিত্র ব্রহ্মোপাসনা সুধা, নিন্দাবাদ শ্রবণের ভয় বিরহিতচিত্তে অবাধে পান করিবার বিশেষ অবকাশ লাভ করেন। এই সুবিধা তাঁহার প্রতি ভগবানের বিশেষ দয়া বোধে তিনি যত্নসহকারে জীবনে ইহার সুফল সংগ্রহে প্রবৃত্ত ছিলেন। কেবল নির্ব্বিবাদে ব্রহ্মোপাসনা করা নহে; এখানেই তিনি ভাই ভগিনী দিগের সহিত সংমিলিত হইয়া ব্রহ্মোৎসব ও প্রথম সম্ভোগ করেন। প্রায় দুই বৎসর, এই প্রকারে চট্টগ্রামে অতিবাহিত হয়।

কলিকাতা মাঘোৎসবে যাত্রা।

চট্টগ্রামে ব্রহ্মোৎসবের স্বর্গীয় প্রভার আভাস লাভে বামাসুন্দরীর হৃদয়-চকোর কলিকাতা মহানগরীতে ভক্তদলে যোগদান পূর্ব্বক ব্রহ্মোৎসব সুধা পানে পিপাসু হইয়া উঠে। কলিকাতায় গভীরব্রহ্মোৎসব সুধা পান করিবেন এবং সাঙ্গোপাঙ্গে পূজনীয় আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়কে দর্শন পূর্ব্বক কৃতার্থ হইবেন, তাঁহার চিত্তক্ষেত্রে এই স্পৃহা ক্রমেই প্রবল হইতে লাগিল। তিনি যে কয়েকটী ভ্রাতার সহিত চট্টগ্রামে একত্র উপাসনা ও একত্র বাস করিতেন বাবু রাজকুমার গুহ তাঁহাদের মধ্যে একজন। রাজকুমার বাবুকে মাঘোৎসবে কলিকতা যাইবার জন্য প্রস্তুত দেখিয়া শ্রদ্ধেয়া বামাসুন্দরী ও তাঁহার সহিত কলিকাতা গমন করিবার জন্য সংকল্পারূঢ় হইলেন। তাঁহারা উভয়ে সমুদ্রপথে অর্ণবপোতযোগে কলিকাতা যাত্রা করিলেন। যথাকালে নির্ব্বিঘ্নে মহানগরীতে পোঁছিয়া বামাসুন্দরী প্রাণের অনেকদিনের পিপাসা চরিতার্থ করিতে রত হইলেন। ভক্ত কেশবচন্দ্রের সহিত ব্রহ্মোপাসনায় যোগ দিয়া পরিষ্কাররূপে ভগবদ্দর্শন লাভে তাঁহার পথশ্রম দূর

হইল, প্রাণে আশাতিরিক্ত আনন্দ প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। এই সময়ে তাঁহার কোন বিশ্বস্ত ভ্রাতার নিকট হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া তিনি ব্রহ্মোৎসবে আসিয়া যে কৃতার্থতা ও পুণ্যশান্তি লাভ করিতেছেন তাহা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ব্রহ্মোপাসনায় ব্রতী হওয়ার পর তিনি অন্তরে যথেষ্ট পুণ্যশান্তি লাভ করিতেন বলিয়া বৈধব্য ব্রতধারিণী হিন্দু বিধবাদিগের আচার নিষ্ঠা কখনও অতিক্রম করিতেন না; একাদশীর উপবাস ব্রতও তাঁহাদ্বারা পরিত্যক্ত হয় নাই। মাঘোৎসবের সময়ও একদিন তাঁহাকে একাদশী ব্রত উদ্যাপন করিতে হইয়াছিল। তৎপরদিন নববিধানাচার্য্য মাতা তাঁহাকে স্বহস্তে পাক করিয়া পারণা করাইয়াছিলেন। আচার্য্যদেব ও তাঁহার আহারাদি বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রক্ষা করিতেন। বামাসুন্দরী তাঁহাদের প্রতি আচার্য্যদেব ও তন্মাতার এই সস্নেহ ব্যবহারের কথা অনেক সময়ে ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার সহিত অন্যের নিকট বলিয়া সুখী হইতেন। বিডন্ স্কোয়ারে যে দিন মাঘোৎসব উপলক্ষে ভক্ত কেশবচন্দ্র একটী বক্তৃতা করিয়াছিলেন, বামাসুন্দরী এক গাড়ী করিয়া সেই বক্তৃতা শ্রবণার্থ উক্ত স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

আচার্য্য দেবের মুখের সেই অমৃত পূর্ণ বক্তৃতা শুনিয়া বামাসুন্দরী এতদর্থে নিজের ব্যয়ও তথায় উপস্থিতি জন্য ক্লেশস্বীকার সার্থক বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। কুলনারী এবং বৈধব্যব্রতধারিণী বামাসুন্দরী ঈশ্বর প্রসাদে মাঘোৎসবের মনোহর দেব দৃশ্য ও যাহা কিছু সুধাপূর্ণ শ্রবণীয় তত্তাবৎ দেখিয়া শুনিয়া কৃতার্থ হইলেন। তৎকালে শ্রদ্ধেয় রামকৃষ্ণ পরমহংস জীবিত ছিলেন। তাঁহাকে দর্শন জন্য বামাসুন্দরী উৎসুক হন। দৈবানুগ্রহে যে দিন বামাসুন্দরী কলিকাতা হইতে চট্টগ্রাম যাত্রা করিবেন তাহার পূর্ব্বদিন শ্রীযুক্ত পরমহংস মহাশয় ভক্তিভাজন কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের ভবনে আগমন করেন। তাঁহার আগমনে তাঁহার সহিত প্রথমে পুরুষদিগের যে প্রকার প্রসঙ্গাদি হইত তাহা হইল। পরে আচার্য্যদেব তাঁহাকে অন্তঃপুরে মহিলাদিগের মধ্যে লইয়া যান ; এবং নানা সৎপ্রসঙ্গের পর শ্রদ্ধেয়া বামাসুন্দরী যে সমুদ্র পার হইয়া মাঘোৎসব সম্ভোগ-জন্য কলিকাতা উপস্থিত হইয়াছেন তাহা তাঁহাকে অবগত করান। পরমহংস তৎশ্রবণে বামাসুন্দরীর প্রতি অতিশয় স্নেহ ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করিলেন ; আগামী কল্যই তিনি সমুদ্রপথে পুনরায় চট্টগ্রাম যাত্রা করিতেছেন শুনিয়া পথে খাইবার

জন্য একটী ডাব নারিকেল তাঁহাকে উপহার প্রদান করেন। তিনি সেই ডাবের জল পান করিয়া সাধুব্যক্তির স্মৃতিচিহ্ন ও স্নেহের উপহার বলিয়া সেই ডাবের মালা মৃত্যু পর্য্যন্ত সযত্নে রক্ষা করিয়াছিলেন। সাধুমাত্রের প্রতি বামাসুন্দরীর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ভক্তি দেখা গিয়াছে। ব্রাহ্মসমাজে যে সকল ব্রাহ্মকে ঈশ্বরের কৃপায় তিনি সাধু বলিয়া শ্রদ্ধা করিতেন, সেই সকল ব্রাহ্মের কোনরূপ দোষ প্রকাশে তাঁহার মনে কখন অশ্রদ্ধা দেখা যায় নাই। আবার ব্রাহ্মদিগের প্রতি এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারকগণের উপরে এরূপ শ্রদ্ধাযুক্ত ছিলেন বলিয়া তাঁহাদের উপদেশে বা উপরোধে তিনি হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত বিধবার আচার নিষ্ঠায় কখন ও অবহেলা করেন নাই। কলিকাতা হইতে চট্টগ্রাম যাতায়াতে দুই দিবস জাহাজেই অবস্থিতি করিতে হয়। এই দুই দিবস মধ্যে বামাসুন্দরী জাহাজে অন্ন জল গ্রহণ করেন নাই। এরূপ অসংস্কৃত হিন্দু আচার নিষ্ঠা ও তিনি দৃঢ়তার সহিত রক্ষা করিতেন। তাঁহার শুভাকাঙ্ক্ষী অনেক ব্রাহ্মভ্রাতারই ঐ সকল আচার নিষ্ঠায় বিন্দুমাত্রও অনুমোদন ছিল নাই; বরং সময়ে সময়ে ব্রাহ্ম ভ্রাতাগণ এবিষয়ে তাঁহার নিষ্ঠার প্রতিবাদও কারতেন। তিনি সেই প্রতিবাদে

উত্ত্যক্ত বা রুষ্ট হইতেন না। কোন ভ্রাতা তাঁহার উক্তরূপ কোন কুসংস্কারের বিরুদ্ধে কিছু বলিলে মধ্যে মধ্যে কেবল হাসিতেন কিন্তু আজীবন ঐরূপ আচারও নিষ্ঠার পথে পদচারণা করিতে কখন ক্ষান্ত হন নাই।

যখন বামাসুন্দরী চট্টগ্রাম যাত্রা করিবার জন্য আচার্য্য কেশবচন্দ্রের নিকট বিদায় গ্রহণ করেন, তখন নববিধানাচার্য্য তাঁহাকে তৎপরবর্ত্তী মাঘোৎসবে ও উপস্থিত হইবার জন্য অনুরোধ করেন। তদুত্তরে তিনি বলিলেন,মনে সাধ হইলে ও অর্থ এবং সঙ্গী অভাবে প্রতিবৎসর উৎসবে উপস্থিত হওয়া সম্ভব নহে। ভক্ত কেশচন্দ্র বলিলেন হরিনাম লইয়া যাত্রা করিলে সকল অভাবই ঘুচিবে, অনায়াসে আসা যাইবে। আচার্য্য মুখবিনিঃসৃত উক্ত বিশ্বাস পূর্ণ কথা তাঁহার প্রাণে বিশেষরূপে অঙ্কিত হইয়া রহিল। সময়ে সময়ে এই কথা তিনি বিশেষ উৎসাহ সহকারে অন্যের নিকট বলিতেন। বামাসুন্দরী ঈশ্বরাশীর্ব্বাদে পুনরায় নিরাপদে চট্টগ্রাম উপস্থিত হইলেন। এদিকে তিনি এক জন কায়স্থ ভদ্রলোকের সহিত কলিকাতা যাত্রা করিয়াছেন এই সংবাদ প্রাপ্তিতে তাঁহার জন্মভূমি নিবাসী তাঁহার প্রতি বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন ব্যক্তিগণ গ্রাম মধ্যে

ঘোষণা করিল, বামা বিবাহার্থিনী হইয়া কলিকাতা গিয়াছে। কলিকাতা যাত্রা কালে বামাসুন্দরীর বয়স ন্যূন কল্পে একচল্লিশ কি বিয়াল্লিশ বৎসর। যাহাহউক মাঘোৎসব গমনাপরাধে তাঁহাকে অনেকদিন অনেক নিন্দা লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইয়াছে। বিশ্বাসের বলে ঈশ্বরের অনুগ্রহে তিনি এরূপ অপমানভার বহনে সক্ষম ছিলেন; কিন্তু তাঁহার মাতা এই রূপ নিন্দাপবাদে অতিশয় ব্যথিত ও মর্ম্মাহত হইতেন।

জন্মভূমিতে প্রত্যাবর্ত্তন।

ইহার কিছুকাল পরে তাঁহার সহোদরের একটী মাত্র পুত্র অকালে কালকবলে পতিত হয়। তিনিও সেই শিশুর শোকে অত্যন্ত কাতর হন। তাঁহার সহোদরের আর একটী কন্যা জন্মিয়াছিল। চট্টগ্রামে জল বায়ুর দোষে ভ্রাতুষ্পুত্রটী অকালে ইহলোক হইতে অপসৃত হইল। অতএব কন্যাটির যাহাতে মেলেরিয়ায় স্বাস্থ্য নষ্ট না হয় এজন্য তিনি ভ্রাতৃবধূ ও মাতার সমভিব্যহারে জন্মভূমিতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। জন্মভূমি যে পরীক্ষার অনল-ময়, ও তাঁহার নিন্দাপবাদের অনিলময় হইয়া আছে তাহা তিনি সবিশেষ জানিতেন। ভ্রাতৃদুহিতা ও

ভ্রাতৃবধূদিগের কল্যাণার্থ আপনাকে সেই প্রবল অনলময় পরীক্ষা-প্রবাহে নিক্ষেপ করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হন নাই। সত্য ঈশ্বরের দর্শন জনিত একটী অটল বিশ্বাসের ভূমি লাভ করাতে তিনি উৎপীড়ন বা নিন্দাগ্লানিতে আর বিচলিত হইতেন না। তাঁহার কোন বন্ধু এক সময়ে তাঁহার এই অপবাদ নিন্দা শ্রবণে মনে কি অবস্থা ঘটে তাহা জানিতে চাহিলেন। তদুত্তরে তিনি বলিলেন, "যখন যুবতী ছিলাম তখন লোকের নিন্দাকে যমের ন্যায় ভয় করিতাম। লোকের প্রশংসাকে অমৃতের ন্যায় ভাল বাসিতাম। আমার স্বজন ত এক প্রকারে কেহ ছিলেন না; তবু পরকে স্বজন ভাবিয়া সেই পরের প্রশংসার জন্য অনেক খাটনা খাটিয়াছি। কোন ভাল কর্ম্ম করিলেও যদি অপরে তাহার নিন্দা করিত, অমনি তাহা হইতে নিবৃত্ত হইয়াছি। কেবল আমি কেন, আমাদের নারী-জাতিরই এই দুর্ব্বলতা আছে। এখন দেখিতেছি পরের মুখে প্রশংসা শুনিবার জন্য কিছু করা কি না করায় কোনই ফল নাই। মানুষ বাস্তবিক ভাল কি তাহা অল্পই বুঝিতে পারে। সুতরাং তাহারা ত নিন্দা করিবেই; এ কথা যখন বুঝিতেছি তখন আর ও সকল নিন্দায় মন বিচলিত

হয় না।" বহুকাল তিনি উৎপীড়ন নির্য্যাতনের নিষ্পেষণে ও স্থিরভাবে অনুরাগ সহকারে ব্রহ্মোপাসনাব্রত পালনদ্বারা সত্যই প্রেম পুণ্যসঞ্চয়ে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। তাঁহার পুণ্যতেজে এবং প্রেমপূর্ণ ব্যবহারে তাঁহার শত্রুগণও তাঁহার নিকট অবশেষে পরাস্ত হইত। কেহ তাঁহার কোন অনিষ্ট সাধনে সমর্থ হইত না। ক্রমে তাঁহার অবলম্বিত ব্রতের প্রতি পার্শ্ববর্ত্তিনী রমণীদিগের অনুরাগ সঞ্চার হইতে লাগিল। অনেকে বলিত যদি আমরা তোমার ন্যায় ঈশ্বরোপাসনা করিতে পারিতাম তবে কৃতার্থ হইতাম। তিনি বলিতেন তোমরা ও সরল মনে ঈশ্বরকে ডাকিলেই তাঁহার উপাসনা করিতে পার। ঈশ্বরের উপাসনা করা কঠিন কার্য্য নহে। তাঁহার কোন কোন প্রাচীনা আত্মীয়া বলিয়াছিলেন আমাদের যদি সময় থাকিত তবে আমরা তোমার পথ অবলম্বন করিতাম। কেবল ইহা বলিয়াই বৃদ্ধাগণ ক্ষান্ত হন নাই। তাঁহারা ব্রহ্মোপাসনা পদার্থ কি তাহা জানিবার জন্য কৌতুহলাক্রান্ত হন। বামাসুন্দরী তাঁহাদের অভিলাষ পূরণ জন্য বৃদ্ধাদিগকে সঙ্গে লইয়া একদিন ব্রহ্মোপাসনা করেন। বামাসুন্দরীর কোন ব্রাহ্ম ভ্রাতা তদীয় অনুরোধে এই সময়ে উক্ত উপা-

সনা কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। বৃদ্ধাগণ ব্রহ্মোপাসনার ব্যাপার দেখিয়া শুনিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কোন কোন বৃদ্ধা মহিলা অবকাশ পাইলে প্রতিদিনের উপাসনায় একাগ্র চিত্তে যোগ দান করিতেন। প্রতিবেশিনী যুবতীগণ বামাসুন্দরীর অতি স্নেহ ও আদরের সামগ্রী ছিলেন। তাঁহারা তাঁহার নিকট মনের কথা প্রাণের ব্যথা মন প্রাণ খুলিয়া প্রকাশ করিতেন। সময়ে সময়ে তাঁহার সহিত ধর্ম্মের প্রসঙ্গ ও ব্রহ্মোপাসনা করিয়া হৃদয়ের ক্ষুধা নিবারণ করিতেন। যুবতীরা তাঁহাকে বন্ধু বলিয়া জানিতেন। তিনিও তাঁহাদের সুখে দুঃখে সহানুভূতি কবিতে ত্রুটি করিতেন না।

ঢাকা ব্রহ্মোৎসবে যাত্রা।

চট্টগ্রাম হইতে ফিরিয়া আসিলে কাশী বাবু সপরিবারে পৈতৃক পুরাতন ভবনে আর বাস করিতে পারেন নাই। গ্রামের মধ্যে তিনি ভিন্ন এক বাড়ী নির্ম্মাণ করেন। এই নূতন বাড়ীতে যে বৎসর তাঁহারা আগমন করেন তৎপর বৎসর শারদীয় বন্ধের সময় কাশী বাবু পূর্ব্ব বঙ্গস্থ প্রচার যাত্রীদলকে স্বালয়ে পুনরায় আমন্ত্রণ ও আনয়ন করেন। এই সময়ে বামাসুন্দরী আর একবার

বিশেষরূপে পূর্ব্ববঙ্গস্থ প্রচারকদিগের সমভিব্যাহারে উপাসনা ও আলাপাদি করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হন। তাঁহার অন্তরে ঢাকা যাইয়া ব্রহ্মোৎসবে যোগ দিবার জন্য লালসা পুনরুদ্দীপিত হইয়া উঠিল। পরবর্ত্তী ভাদ্রোৎসবে তিনি ঢাকাতে উপস্থিত হন ও ব্রহ্মোৎসবে যোগদানে সকল কাম হন; এইরূপে বহুকাল সঞ্চিত তাঁহার হৃদয়ের অভিলাষ ঈশ্বরেচ্ছায় পরিপূর্ণ হয়। অতঃপর প্রতি বৎসর তিনি ভাদ্রোৎসবোপলক্ষে ঢাকায় যাইতেন এবং ব্রহ্মোৎসবে যোগদান করিতেন। তিনি তাঁহার স্নেহাস্পদ ভ্রাতা কাশী বাবুর পত্নীকে ও দুইবার এই ভাদ্রোৎসবে সঙ্গে আনয়ন করিয়াছিলেন। ব্রহ্মোৎসবের বিষয় তিনি গ্রামবাসিনী রমণীবর্গের নিকট এরূপে বর্ণনা করিতেন যে তদ্দ্বারা অনেক মহিলা ব্রহ্মোৎসব দর্শনে স্পৃহান্বিতা হইতেন। ঢাকা নগরে নববিধান ব্রাহ্মসমাজে বৎসরে দুইবার (ভাদ্র ও অগ্রহায়ণ মাসে) ব্রহ্মোৎসব হইয়া থাকে। বামাসুন্দরী পূর্ব্বে কেবল ভাদ্র মাসীয় উৎসবোপলক্ষেই ঢাকায় যাইতেন। সময়ে সময়ে ব্রাহ্মবন্ধুদিগকর্ত্তৃক অগ্রহায়ণ মাসের উৎসবেও যোগদান জন্য অনুরুদ্ধ হইতেন। উক্ত অনুরোধ অনেকদিন পালন করেন নাই।

১২৯৭ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসের ব্রহ্মোৎসবে তিনি প্রথম উপস্থিত হয়েন। অভাবনীয়রূপে বামাসুন্দরীকে অগ্রহায়ণের ব্রহ্মোৎসবে সমাগত দর্শনে কোন ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করেন—"আপনি এবার অগ্রহায়ণের ব্রহ্মোৎসবে কেন হঠাৎ উপস্থিত হইলেন?" তিনি তৎক্ষণাৎ বলিলেন—"এবার আমি ইচ্ছা করিয়া এই সময়ে উৎসবে আসি নাই। ঠাকুর স্বয়ং আমাকে লইয়া আসিয়াছেন। তোমার কাছে কি বলিব, ঠাকুর এবার ঠিক একটী লোকের ন্যায় আমাকে এক দিন ডাকিয়া বলিলেন, এবার তুমি এই উৎসবে (অগ্রহায়ণ মাসের উৎসবে) যাও। আমি বলিলাম আমারত যাওয়ার সংস্থান নাই। সঙ্গীই বা কাহাকে পাই। উৎসব ত ঢাকায় আরম্ভপ্রায়। আমার এই কথার উত্তরে ঠাকুর বলিলেন, কিছু চিন্তা নাই, সব যোগাড় হইবে।" অন্তরে অন্তরে ঠাকুরের সঙ্গে এই কথোপকথনের পর দেখিলাম দুর্ল্লক্ষ্যসূত্রে কিছু পয়সা পাইলাম। এবং অমুক (একটী যুবক, স্কুলের ছাত্র) আমাদের বাড়ীতে আসিয়া বলিল আমি অদ্যই ঢাকা যাইব। শুনিবামাত্র সকলই ঠাকুরের চক্রান্ত বুঝিলাম। তাহাকে বলিলাম, তুমি কি আমাকে তোমার সঙ্গে ঢাকা লইয়া যাইবে? আমি উৎসবে যাইব। সেও

ইহা শুনিয়া আহ্লাদের সহিত আমাকে লইয়া আসিবে এবং ব্রহ্মমন্দিরে পৌঁছাইয়া দিবে স্বীকৃত হইল। আমি তাহার সহিত এই প্রকারে এবার উৎসবে আসিয়াছি। সুতরাং দেখ, ঠাকুর আমাকে নিজেই ধরিয়া আনিয়াছেন। এই আসা ত আমার ইচ্ছা করিয়া আসা বলা যায় না। আমি এ উপ-লক্ষে ঠাকুরের কথা স্পষ্টরূপে শুনিয়াছি এবং আমার প্রতি ঠাকুরের মধুর ব্যবহার দেখিয়াছি। ঠাকুরের কথা এমন স্পষ্ট পূর্ব্বে আমি কখন শ্রবণ করি নাই।

বামাসুন্দরী যখন প্রথম ব্রহ্মোৎসবে যান তখন কত নিন্দা গ্লানি সহ্য করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু প্রথমে যাঁহারা তাঁহার উৎসবে গমনাপরাধে তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিয়াছেন, পরিশেষে সেই সকল লোককে তাঁহার উৎসবে যাওয়ার সাহায্য করি-তেও দেখা গিয়াছে। ব্রহ্মোপাসনাবলে বামা-সুন্দরীর পুণ্যশীলচরিত্র অধিকতর পবিত্র এবং মধুময় হইয়া উঠিয়াছিল। সমুন্নত স্বভাবের প্রভাবে সকলেই তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত ছিলেন। তাঁহার অবলম্বিত উপাসনাব্রত ও ব্রহ্মোৎসবে যোগদান লালসা যে বৃথা আড়ম্বর কিম্বা সাংসারিক বাসনা নহে তাহা অনেকেই বিলক্ষণ অনুভব করিয়া-

ছিলেন। সুতরাং যে সকল হিন্দু আত্মীয় স্বজন বা হিন্দু সমাজের অগ্রণীবর্গ ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা নামেও একটুকু বীতরাগ প্রদর্শন করেন, তাঁহারাও বামাসুন্দরীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেন। তাঁহারই দৃষ্টান্তে কোন কোন গ্রাম্য হিন্দু মহিলা ব্রহ্মোৎসব দেখিবার জন্য স্পৃহাও সময়ে সময়ে প্রকাশ করিয়াছেন।

ঈশ্বর দর্শন ও শ্রবণ।

বর্ত্তমান হিন্দু সমাজে—বিশেষতঃ হিন্দু মহিলাকুলে—ধর্ম্ম সম্বন্ধে কুসংস্কার ও ঈশ্বর সম্বন্ধে অযথাভাবের অতিশয় প্রভাব। নিরাকার নির্ব্বিকার সত্যস্বরূপ প্রেমস্বরূপ পবিত্র ঈশ্বরের প্রতি বিশুদ্ধ অনুরাগ এবং সত্য ঈশ্বরভয় অস্মদ্দেশে বিরল পরিদৃষ্ট হয়। বামাসুন্দরীও এই শ্রেণীরই ললনা। অন্যান্য সাধ্বী হিন্দু মহিলার ন্যায় তাঁহারও ধর্ম্মভাব ও সংস্কারগত ধর্ম্মভয় যথেষ্টছিল। এতদ্ভিন্ন তাঁহার মনের একটী গতি এই ছিল যে, তিনি প্রকৃত ঈশ্বরের জন্য তৃষিত ছিলেন। করুণাময় ঈশ্বর এই সূত্রে বামাসুন্দরীর জীবনে তাঁহার নবধর্ম্ম বিধানের প্রভাব বিস্তার করেন। এই সূত্রেই তাঁহার অন্তরের ধর্ম্মগত দুর্ভেদ্য কুসংস্কার রাশি সহজেই অন্তর্হিত হয়, এবং সত্য প্রেম

পুণ্যময় পরমাত্মার দর্শনের জন্য তিনি পিপাসিত হন। ঈশ্বর ও তাঁহার এই পিপাসা যথেষ্ট পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন। ঈশ্বর দর্শনের নামে যে সকল স্বপ্ন দর্শন ও ঈশ্বরের কথা শ্রবণের নামে যে দৈববাণী শ্রবণের বিষয় সচরাচর শ্রুত হইয়া থাকে, বামাসুন্দরীর তাহা ছিলনা; অথচ ঈশ্বর দর্শনে তাঁহার আত্মা পুনঃ পুনঃ মুগ্ধ হইয়াছে, পরমাত্মা পরমেশ্বরের দর্শনের জন্য তিনি তৃষিত চিত্তে ঊর্দ্ধনয়ন হইয়া থাকিতেন। অরূপ চিন্ময় ঈশ্বরকে তিনি দেখিয়াছেন বলিয়া স্পষ্ট প্রকাশ করিয়াছেন, এবং ঈশ্বরের বাণী শ্রবণে তিনি হই জীবনে অনেকবার আশা, অভয়, শিক্ষা ও বল লাভ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন সময়ে সময়ে হঠাৎ বিপৎপাতে অতিকাতর প্রাণে যখন তিনি ভগবানকে ডাকিয়াছেন, তখন ভগবান তাঁহার নিকট প্রকাশিত হইয়া নিঃসন্দিগ্ধরূপে কথা বলিয়া তাঁহার ভয় ও ক্ষোভ বিদূরিত করিয়াছেন; এমন কি ঠিক একটী লোক যেমন অপর একটী লোকের নিকট কথা বলিয়া থাকে, ভগবান ঠিক সেইরূপে তাঁহাকে সময়ে সময়ে কথা বলিয়াছেন। ব্রহ্মোপাসনা সংকীর্ত্তন ও ভগবৎ প্রসঙ্গে অতি আগ্রহ সহকারে যোগ দান পূর্ব্বক তিনি গভীর আনন্দ প্রকাশ করিতেন।

যাঁহারা তাঁহাকে স্বচক্ষে দেখিয়াছেন তাঁহারাই এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ সাক্ষী। প্রতি দিন ব্রহ্মোপাসনা আরম্ভ অবধি শেষ পর্য্যন্ত অকাতরে বিমুগ্ধভাবে তিনি তাহাতে যোগদান করিতেন। উপাসনা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই স্নান করিয়া উপাসনার প্রতীক্ষায় থাকিতেন। সমবেত উপাসনায় যে কোন ব্যক্তি কেন উপাসনাকার্য্য নির্ব্বাহে ব্যবহৃত না হইতেন তিনি তাঁহারই সহিত ভক্তিভরে বিনীত অন্তরে ঈশ্বরোপাসনায় নিমগ্ন হইতে পারিতেন। যুবক, প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ, প্রচারক বা বিষয়কার্য্যেরত, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ বা নববিধানাশ্রিত নির্ব্বিশেষে সকলেরই সহিত তিনি ব্রহ্মোপাসনায় যোগদান পূর্ব্বক কৃতার্থ হইয়াছেন এবং কৃতার্থ করিয়াছেন। কোন সময়ে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দুইটী সভ্য আসিয়া প্রাতঃকালে আউটসাহীগ্রামে নগর সংকীর্ত্তন করেন। * শ্রদ্ধেয়া বামা সুন্দরী তাঁহাদের এই কার্য্যে বিশেষরূপে উৎসাহ বর্দ্ধন করেন। উক্ত বন্ধুদ্বয় সমুদায় পাড়ায় ভ্রমণান্তে যখন কীর্ত্তন করিতে করিতে কাশী বাবুর বাড়ীতে প্রবেশ করেন, বামা সুন্দরী ভ্রাতৃজায়াদিগকে লইয়া হুলু-

---

* শ্রীযুত চণ্ডীচরণ বন্দোপাধ্যায় ও শ্রীযুত কেদারনাথ গুপ্ত।

ধ্বনি করিলেন এবং উক্ত কীর্ত্তনকারী ভ্রাতৃদ্বয়কে সাদরে গ্রহণ করিলেন; তাঁহাদের সহিত একত্র মিশিয়া ব্রহ্মোপাসনা সুধাপানে সুখী হইলেন। তাঁহাদিগকে আহার করাইবার জন্য তিনি উদ্যোগ করিয়াছিলেন। তাঁহারা আহারে অস্বীকৃত হওয়াতে জলযোগ করাইয়া বিদায় করেন। উক্ত বন্ধুদ্বয় বামাসুন্দরীর সুমিষ্ট ব্যবহারে এবং তাঁহার সহিত ব্রহ্মোপাসনা করিয়া একান্ত আপ্যায়িত ও আহ্লাদিত হইয়াছিলেন।

বামাসুন্দরীর বন্ধুবর্গের মধ্যে যে সকল লোককে তিনি পাপে সন্তাপিত জানিতেন, এবং যাহারা না বুঝিয়া তাঁহার অবলম্বিত ব্রতের নিন্দা করিতেন, তিনি তাহাদিগকে ঈশ্বরোপাসনাকালে স্মরণ ও তাহাদের আত্মার সদ্গতির জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেন। সময়ে সময়ে অতি দুঃখের সহিত তাহাদের অবস্থার বিষয় সমবিশ্বাসী-বন্ধুদিগের নিকট উত্থাপন করিতেন। এতদ্দ্বারা তাঁহার হৃদয়ের কোমলতা ও শুদ্ধ প্রেম পরিষ্কাররূপে প্রকাশ পাইত।

আউটসাহী গ্রামে ব্রহ্মোৎসব।

ধরাতলে ব্রহ্মোৎসব জীবের পক্ষে একটী

গুরুতর ব্যাপার ইহা বামাসুন্দরী উত্তমরূপে হৃদয়ে অনুভব করিয়াছিলেন। স্বকীয় আত্মীয় বন্ধু, প্রতিবেশী নরনারীদিগকে এই ব্রহ্মোৎসবের প্রসাদ ভোগ করাইবার জন্য তিনি অনেকবার ঈশান বাবু ও কাশী বাবুর নিকট আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিতেন। অনেক দিন তাঁহার এই সদভিপ্রায় অপূর্ণ ছিল। ভক্ত-বাঞ্ছা-কল্পতরু ভগবান্ অবশেষে তাঁহার সতী কন্যার হৃদয়স্থিত এই সাধু ইচ্ছা সফল করিয়াছেন। বঙ্গীয় ১২৯৮ সালের আশ্বিন মাসে ঢাকাস্থ নববিধান প্রচার যাত্রীদল আউটসাহী গ্রামে গমন ও তথায় একটী ব্রহ্মোৎসব সম্পন্ন করেন। বামাসুন্দরী স্বয়ং ভিক্ষাদ্বারা অর্থ সংগ্রহ পূর্ব্বক এই উৎসবের সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়াছেন। প্রতিবেশিনী কুলমহিলাবর্গের, যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের পক্ষপাতী নহেন এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম অনবগত, তাঁহাদেরই জন্য বামাসুন্দরী একটী ব্রহ্মোৎসবের ব্যাপার সংঘটনেচ্ছা বহুদিন যাবৎ পোষণ করিতেছিলেন। এই সময়ে প্রচারকগণ সেই উদ্দেশ্যেই উপস্থিত। অতএব এনিমিত্ত যে ব্যয় তাহাও অংশতঃ উপরি উল্লিখিত শ্রেণীর লোকের নিকট হইতেই তিনি সংগ্রহ

করেন। বামাসুন্দরীর যে পাড়ায় বাস সে পাড়ার যুবক যুবতী, বৃদ্ধ বৃদ্ধা, ইতর ভদ্র, সুচরিত্র কুচরিত্র, পক্ষপাতী অপক্ষপাতী নির্ব্বিশেষে সকলকেই উৎসবে উপস্থিত হইবার জন্য বামাসুন্দরী স্বয়ং আমন্ত্রণ করেন। তাঁহার হৃদয়ের আগ্রহে অনেক নর নারীই উক্ত ব্রহ্মোৎসবের দিনের উপাসনা ইত্যাদিতে উপস্থিত ছিলেন। ইহা দেখিয়া তিনি গভীর আনন্দ ও উল্লাস প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই উৎসব দুইদিন হইয়াছিল। দুইদিনে উপাসনা, উপদেশ, ধর্ম্ম বিষয়ে আলোচনা, ধ্রুব-চরিত্র বিষয়ে কথকতা ও নগর সংকীর্ত্তন হইয়াছিল। এতদুপলক্ষে গ্রামমধ্যে যে দিন নগর সংকীর্ত্তন হয়, সে দিন অনুরাগের আবেগে লজ্জা ভয় পরিহার করতঃ সংকীর্ত্তনকারী ভ্রাতাদিগের সহিত ভক্তিমতী বামাসুন্দরী মধুর হরিনাম ও হরিগুণ কীর্ত্তনে যোগদান পূর্ব্বক সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। যাঁহারা কিছু ব্রাহ্মবিদ্বেষী তাঁহারাও অনেকে এই ব্যাপার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। অথচ বামাসুন্দরীর পুণ্যতেজ ও ঈশ্বরানুরাগে তাঁহাদের নিঃসংশয় প্রত্যয় ছিল বলিয়া কুলনারীকে পুরুষদিগের সহিত একত্রে হরিনাম সংকীর্ত্তনে রত দেখিয়া ও তৎপ্রতিকূলে কেহ বাঙ নিষ্পত্তি

করেন নাই। ইহাই বামাসুন্দরীর পবিত্র জীবন নাটকের গুরুতর শেষ অভিনয়। এই উৎসব ব্যাপারে পল্লিবাসী নরনারীগণ সকলেই বিশেষ সুখী হন। উৎসবান্তে বামাসুন্দরী স্বীয় জননীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মা, কেমন ব্যাপার হইল? মাতা বলিলেন, যাহা দেখিলাম শুনিলাম, অতি আশ্চর্য্য! মাতার মুখের এই বাক্য তাঁহাকে বিশেষ হর্ষযুক্ত করিয়াছিল।

মাননীয়া বামাসুন্দরীর মাতা ঠাকুরাণী জীবিত। অতএব অনেকের অনুমান হইতে পারে বামাসুন্দরীর বয়সও অত্যধিক হইবে না। ফলতঃ তাহা নহে। যেখন আউট্‌সাহী গ্রামে উক্ত ব্রহ্মোৎসব হয় তখন তাঁহার পঞ্চান্ন বৎসর শেষ হইয়াছিল। তথাচ দেখিতে তিনি লোলিতচর্ম্মা ছিলেন না; তাঁহার এক গাছি কেশও শুভ্র দেখা যায় নাই। এইরূপ পরিণত বয়সে তাঁহার সাংসারিক কাজ কর্ম্মে বিশেষ উৎসাহ দৃষ্ট হইত না, সাধুসেবাতে বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ পাইত। সাধু সেবার উদ্দেশে কোনরূপ ক্লেশ বহন করিতে হইলেও তাহাতে তিনি কষ্ট বোধ করিতেন না। যাঁহাদিগের মধ্যে বিন্দুমাত্র সাধুতা দেখিতেন তাঁহাদিগকে

প্রাপ্ত হইলে অতি যত্নে তাঁহাদের পরিচর্য্যা করিতেন।

ব্রহ্মোৎসবে শেষ যাত্রা ও প্রসঙ্গ।

বাঙ্গালা ১২৯৮ সালের অগ্রহায়ণ মাসে ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে যে ব্রহ্মোৎসব হয় সেই উৎসবে বামাসুন্দরী ঢাকায় উপস্থিত হন। ইহাই তাঁহার ইহ জীবনে শেষ ব্রহ্মোৎসব ভোগ। এই সময়ে তিনি স্বকীয় শারীরিক দুর্ব্বলতা ও কোন কোন স্থায়ী রোগের পূর্ব্ব লক্ষণ দেখিয়া শেষ জীবনে রোগে কষ্ট পাইবেন এবং অচল হইয়া শয্যায় পড়িয়া থাকিবেন বলিয়া আশঙ্কিতা হন। আবার তাঁহার প্রতি ঈশ্বরের বিশেষ করুণার কথা মনে করিয়া গভীর কৃতজ্ঞতা ও আনন্দও প্রকাশ করেন; ক্লেশ পাইবার আশঙ্কা পরিহার করেন। তিনি সেই সময়ে একদা কথা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন "আমার জীবনে প্রথম হইতে একটী ভয় ছিল এবং একটী আশাও ছিল। এখন দেখি ভগবান আমার সেই ভয় দূর এবং আশাও পূর্ণ করিয়াছেন। এক প্রকার বালিকা অবস্থায়ই আমি বিধবা হইলাম। বিধবা হইয়া যখন আমার বুদ্ধি বিকাশ হইল ও পৃথিবীর অবস্থা বিষয়ে চৈতন্য জন্মিল, তখন প্রাণের মধ্যে এই ভয় প্রবেশ

করিল যে, আমি সতীত্ব ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া পৃথিবীতে দিন কাটাইয়া যদি যাইতে না পারি তবে আমার কি গতি হইবে। সুতরাং প্রায় সদাকাল কম্পিত কলেবরে থাকিতাম। আমার ভয়ের অনুযায়ী ঘটনাও ঘটিল। অনেকবার অনেক দস্যু আমার সতীত্বের উপর আঘাত করিবার উদ্যোগ করিয়াছে; কিন্তু দয়াময়ের অপার দয়াগুণে প্রত্যেক বারই তিনি স্বয়ং অভাবনীয় রূপে আমার ধর্ম্মরক্ষা করিয়াছেন। এখন ভগবানের কৃপায় আমার অন্তরে এ বিষয়ে বাস্তবিক কোন ভয় নাই। ভিতরে নির্ভয়; অথচ অদ্যাপি আমি একাকী এক ঘরে শয়ন করিলে নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রার সুখ ভোগ করিতে পারি না। যাহা হউক তবু ভগবান ধন্য! কারণ তিনি ঘোরতর শঙ্কট হইতে আমাকে উদ্ধার করিয়াছেন। দ্বিতীয় কথা এই:—যৌবনের আরম্ভে যখন স্বীয় নিরাশ্রয় অবস্থার প্রতি দৃষ্টি পড়িল, তখন আশ্রয় লাভের আশায় ইষ্টমন্ত্র গ্রহণ করিলাম। তখন আমার মনের প্রবল পিপাসা, মহাদেবকে দেখিব। এই আশা পূরণ মানসে হিন্দুসমাজের পদ্ধতি ক্রমে নিষ্ঠাযুক্ত চিত্তে পূজায় প্রবৃত্ত হইলাম, কত ব্রত উপবাস ও তীর্থ পর্য্যটন করিলাম কিছুতেই প্রাণের পিপাসার তৃপ্তি দেখিলাম

না। ঈশ্বরের কি বিচিত্র দয়া! তিনি নানা কৌশল-জাল বিস্তার পূর্ব্বক আমাকে কেবল ঊর্দ্ধমুখ হইয়া তাঁহাকে ডাকাইতে লাগিলেন; ক্রমে আমাকে পবিত্র ব্রহ্মোপাসনা শিক্ষা দিলেন। উপাসনাতে যখন আমার মন তিনি ডুবাইয়া লইলেন তখন দেখিলাম সকল আশা পূর্ণ হওয়ার পথ হইল। এমন অপূর্ব্বভাবে ঈশ্বর তাঁহাকে প্রকাশ করিতে লাগিলেনও নিজের পরিচয় নিজে প্রদান করিলেন যে, ক্রমে ক্রমে আমি ব্রহ্মোপাসনার নিকট আত্ম-বিক্রয় করিলাম। এখন আমি ঈশ্বরানুগ্রহে ব্রহ্মোপাসনাযোগে তাঁহার এমন দর্শন লাভ করি-য়াছি যাহা আমার পূর্ব্বসঞ্চিত আশার বিষয় অপেক্ষা অনেক বেশী বোধ হয়। নানারূপে নানাস্থানে দেখা দিয়া ভগবান আমাকে কৃতার্থ করিয়াছেন। আমার ন্যায় নিরাশ্রয়ের প্রতি তাঁহার কৃপার শেষ দেখিনা।

আহার ও আচার।

বামাসুন্দরী যদিও ব্রাহ্মদিগের সহিত মিলিত হইয়া উপাসনা করিতেন, যদিও ব্রহ্মোপাসনার অনুরোধে ব্রাহ্মদিগের পক্ষপাতিনী, তথাপি আহার সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে হিন্দুবিধবাদিগের ন্যায় নিষ্ঠাবতী ছিলেন। দিনে এক বার যৎসামান্য

বিধবাজনোচিত পবিত্র আহারেই তিনি পরিতৃপ্ত হইতেন। আড়ম্বরপূর্ণ আহারে তাঁহার প্রবৃত্তি ছিল না। উপাসনাব্রতধারণের পর হইতে হিন্দু-সমাজের অন্যান্য ব্রতপালনত্যাগ করিয়াছিলেন। মাত্র একাদশী দিনের উপবাসব্রত নিয়মিতরূপেই পালন করিতেন। এতদ্ভিন্ন অন্তরের ভাবানুসারে কখন কখন ফল মূলাহার কিম্বা কখন কখন অনাহার ব্রতেও ব্রতী হইতেন। কিজন্য এ সকল অনুষ্ঠান করিতেন কোন ব্রাহ্মবন্ধুব নিকটে, জিজ্ঞাসিত হইলেও তাহার রহস্য ব্যক্ত করিতেন না। কখন কখন দশ দিন, পনর দিন ফলাহারেই যাপন করিতেন, কখন বা একেবারে অনাহার থাকিতেন। কেহ নিষেধ বলিলেও তাহা হইতে নিবৃত্ত হইতেন না। পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার প্রতি তাঁহার অতি অনুরাগ দেখা গিয়াছে। আপনার পরিধেয় বস্ত্র সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখিতেন। এবং যতদূর সম্ভব স্বীয় শয্যা পরিষ্কার রাখিতে তিনি যত্ন করিতেন।

কার্য্য দক্ষতা।

গৃহ কার্য্যে শ্রদ্ধেয়া বামাসুন্দরীর অতিশয় দক্ষতা ছিল। বলা বাহুল্য যে আবশ্যকীয় তাবৎ গৃহ কার্য্য তিনি স্বহস্তেই নির্ব্বাহ করিতে পারিতেন। এমন কি তিনি পুরুষের ন্যায় ঘরের

বেড়া দরজা ইত্যাদি বাঁধিতে জানিতেন; আবশ্যক মত বেড়া ও দরজা স্বয়ং বাঁধিয়া লইতেন। বেতের পেটারাও নির্ম্মাণ করিতে জানিতেন। তাঁহার স্বহস্ত নির্ম্মিত বেতের একটী বৃহৎ পেটারা অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। ভ্রাতাদিগের পরিবারে তিনি বাস করিতেন। তাঁহাদের আয় অল্প জনতা অধিক, সুতরাং ব্যয় ও অধিক। অল্প আয় দ্বারা যাহাতে সম্যক ব্যয় নির্ব্বাহ হয় তজ্জন্য তিনি কষ্টের সহিত সকলকে প্রতিপালন চেষ্টায় থাকিতেন, কর্জ্জ না করার প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতেন। রোগজনিত বিপৎপাতে ও অন্যান্য কারণে ভ্রাতাদিগের বিস্তর ঋণ হইয়াছিল। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি সে সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিয়া যান। ঋণ রাখা অতি পাপ বলিয়া সর্ব্বদা ঋণ করিতে ও ঋণ রাখিতে ভীত ছিলেন। ১২৯৮ সালের আশ্বিন মাসে ঢাকা হইতে প্রচারযাত্রীদল আনয়নার্থ যে ব্যয় হয় তাহার সমুদায় পরিশোধ করিলেও একটী টাকা ঋণ ছিল। মৃত্যু শয্যায় তিনি সেই টাকাটী বিশ্বস্ত একটী মহিলার নিকট ঋণশোধার্থে রাখিয়া যান। ঋণ না করিয়া অল্প আয়দ্বারা সংসার কার্য্য কষ্টে নির্ব্বাহ করিতেন বলিয়া ভ্রাতৃবধূরা সময়ে সময়ে কিছু অসন্তোষ প্রকাশ

করিতেন। ইহা টের পাইয়া তিনি বধূদিগের হস্তে সংসারের ভার দিয়া মুক্ত হইবেন বলিয়া মনে করিতেছিলেন, ইত্যবসরে ভগবৎকৃপা মৃত্যুরূপে অবতরণ পূর্ব্বক তাঁহাকে তাহা হইতে অচিরাৎ নির্ম্মুক্ত করিল।

পরসেবা।

১২৯৮ সালের অগ্রহায়ণ মাসে উৎসবান্তে বামাসুন্দরী বাড়ী ফিরিয়া যান, বাড়ী হইতে তিনি চাঁচুরতলা গ্রামে তাঁহার কনিষ্ঠা ভগিনীর বাড়ীতে গমন করেন। তথায় তাঁহার কনিষ্ঠা ভগিনীর পৌত্র অতীব পীড়িত ছিল। তাহার শুশ্রূষার জন্য তাঁহাকে তথায় পনর দিন থাকিতে হয়। বামাসুন্দরীর যে ভাই, যে ভগিনী অথবা তাহাদের পুত্র কন্যা ও পৌত্রাদি, যে কোনরূপ বিপদ আপদ বা রোগ শোকে যখন পতিত হইত, তখনই তাহারা তাঁহাকে স্মরণ করিত; ও তাঁহার সাহায্যপ্রার্থী হইত। তিনিও বিপদমুক্তি পর্য্যন্ত তাহাদের নৈকট্য ছাড়িতেন না। তাঁহার পরলোক গমনের পর তাঁহার এক কনিষ্ঠা ভগিনী বলিয়াছেন—"আমরাত আমাদের ভগিনীকে ভগিনীর মত ভাবিতাম না। তিনি আমাদের ভ্রাতৃস্থলীয় ও অভিভাবক ছিলেন। তাঁহাকে হারাইয়া আমরা

যেন উপযুক্ত ভ্রাতা ও অভিভাবক হারাইয়াছি।”
তিনি যে কেবল স্বীয় ভাইভগিনী দিগেরই এরূপ সাহায্য করিতেন এমন নহে, তাঁহার খুল্যতাত শ্বশুরের বাড়ীতে খুল্যতাত শ্বশুরের পুত্রগণের মধ্যে যদি কোন বিপদ আপদে সেবা করিবার জন্য আহূত হইতেন, অবিলম্বে তথায় উপস্থিত হইতেন; তাহাদের সেবা শুশ্রূষায় দেহ মন সমর্পণ করিতেন। এমন কি গ্রামবাসী কিম্বা পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের কোন কোন দুঃখী লোকের দুঃখে সহানুভূতি এবং সাধ্যানুসারে তাহাদের উপাকার করিতেন। কোন কোন আসন্ন প্রসবা বিপদগ্রস্তা নারীরও তিনি প্রসবকালে সেবা করিয়া সুখী হইয়াছেন। অন্যের সেবা করিতে তাঁহার আনন্দ অনুভব হইত। অথচ অমুকের ইহা করিয়াছি বলিয়া কখন তিনি কাহারও নিকট কিছু বলেন নাই। এক সময়ে তাঁহাদের গ্রামে একটী ইতর শ্রেণীর স্ত্রীলোক বার্দ্ধক্য ও উৎকট রোগের জন্য অচল হইয়া পড়ে। স্ত্রীলোকটীর যৌবনকালে নানারূপ দোষের কথা সকলে জানিত। এ কারণ সকলেই তাহাকে ঘৃণা করিত। উক্ত স্ত্রীলোকটী যে বাড়ীতে চিরকাল থাকিত তাহার ঘোরতর দুরবস্থার সময়ে সেই

বাড়ীর লোকেরাও তাহাকে বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিল। তিনি ইহা দেখিয়া শুনিয়া পল্লিস্থ এক জন সম্পন্ন আত্মীয়কে বলিলেন, দেখ অমুক স্ত্রীলোক অতি দূরবস্থা ও শোচনীয় রোগের আক্রমণে আক্রান্ত হইয়াছে। ইহার সেবা করে এমন কেহ নাই। বরং পূর্ব্বকথা স্মরণ পূর্ব্বক সকলেই ইহাকে ঘৃণা করিতেছে; যে বাড়ীতে থাকিত সে বাড়ী হইতেও বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছে। যদি কেহ এই দুরবস্থাপন্ন নারীর জন্য এক খানা ঘর করিয়া কিছু খরচ দিত, তবে আমি শেষ পর্য্যন্ত ইহার সেবা করিতাম। সেই সম্পন্ন আত্মীয় একথায় দয়ার্দ্র হইলেন; একটী ক্ষুদ্র কুটীর করিয়া দিলেন, তাঁহার বাড়ী হইতে আহার দেওয়ারও বন্দোবস্ত করিলেন। শ্রদ্ধেয়া বামাসুন্দরী তাঁহার সহকারিণী জনৈক মহিলার সাহায্যে সেই দুরবস্থাপন্না রোগাক্রান্তা বৃদ্ধার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সেবা করিয়াছেন।

পীড়া।

বামাসুন্দরী ১২৯৮ সালের ১লা মাঘ চাঁচুরতলা হইতে আউট্ সাহীতে ফিরিয়া আসেন। ২রা মাঘ তাঁহার দাস্ত আরম্ভ হয়। প্রথম দুই দাস্ত হইলেই তিনি তাঁহার আয়ুষ্কাল শেষ হইয়াছে

বলিয়া বুঝিলেন। এই সময়ে চট্টগ্রামে কাশীবাবুর নিকট অন্য কারণে পত্র লেখা হইতেছিল। তিনি বলিলেন আমার যে দাস্ত হইতেছে তাহাও লিখিয়া দাও। তাঁহার মাতা ও ভ্রাতৃবধূরা বলিলেন একথা লিখিবার কোন আবশ্যক দেখিনা। কারণ তাঁহারা ইহা তত গুরুতর মনে করেন নাই। তিনি জেদ করিয়া এ সংবাদ লিখাইয়া পত্র খানা ডাকঘরে পাঠাইয়া দিলেন। ইহার পর আরও দাস্ত হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে বামা-সুন্দরী শয্যাগত হইলেন। পীড়ার আক্রমণ ভীষণ। চিকিৎসক তাঁহাকে দেখিয়া জীবনের আশা নাই বলিয়াই বুঝিলেন। অথচ রোগীকে আশা দেওয়ার জন্য বলিলেন কোন ভয়ের কারণ নাই, পীড়া চিকিৎসায় শীঘ্র দূর হইবে। যাহাকে অভয় দেন তিনি বলিলেন আমি সব টের পাইতেছি, তোমার ও কথায় আর মন ভোলেনা। তখন তিনি তাঁহার জীবনের শেষ সাধ সকল প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ঢাকা হইতে শ্রীযুক্ত বঙ্গচন্দ্র রায় মহাশয়কে আনান হয়, অন্তত ঈশানচন্দ্র অন্তিম সময়ে নিকটে থাকেন এটী তাঁহার একান্ত বাসনার বিষয় ছিল। তিনি সে জন্য তাঁহার ঘনিষ্ঠতর আত্মীয় ও তাঁহার ধর্ম্ম ভাবের সহানুভূতিকারী শ্রীযুত রাজকুমার গুপ্ত

দ্বারা তাঁহার আসন্ন পীড়ার সংবাদ পূর্ণ পত্র সহ ঢাকায় বন্ধুদিগের নিকট লোক প্রেরণ করেন। রাজকুমার বাবু শ্রীযুক্তা বামাসুন্দরীর আসন্নদশা অবগত করাইয়া ঈশান বাবুকে এ সময়ে আউট্‌-শাহী উপস্থিত হইবার জন্য স্পষ্ট বাক্যে পত্রে লিখিয়াছিলেন। কিন্তু ভগবানের চক্রান্তে এরূপ সংবাদ পাইয়াও ঢাকা হইতে কেহই তখন আউট্‌শাহী যাইতে সক্ষম হন নাই। যখন প্রেরিত লোক ঢাকা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইল এবং তিনি জানিতে পারিলেন বঙ্গ বাবু কিম্বা ঈশান বাবু কেহই আসিলেন না, তখন নিতান্ত দুঃখিত হইলেন; এবং সর্ব্বান্তঃকরণে অসহায়ের সহায় অন্তিম কালের এক মাত্র বন্ধু ভগবানকেই প্রাণে প্রাণে আশ্রয় করিলেন। যাঁহাকে জীবনের অনেক ভয় বিপদে ডাকিয়া উদ্ধার পাইয়াছেন, তাঁহাকেই এই শেষ ভয় ও বিপদে প্রাণপণে তিনি ডাকিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে ইহ জীবনের আশা একেবারে ত্যাগ করিলেন ও পরলোকের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

শেষাবস্থা।

বামাসুন্দরীর জীবনে শেষ একটী ভয় এই ছিল যে, না জানি অন্তিমকালে ভগবানকে ভুলিয়া

অচেতন হই, মোহের অন্ধকারে পড়িয়া দেহত্যাগ করি। তিনি তাঁহার পরিচিত দুইটী লোককে ভগবানকে ভুলিয়া মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতে দেখিয়া এই আশঙ্কায় আশঙ্কিতা হইয়াছিলেন। যখন তাঁহার মৃত্যু নিশ্চয় জানিলেন তখন যে কেহ তাঁহাকে দেখিতে আসিত তাহাকেই অনুরোধ করিতেন, "দেখ ঠাকুরকে আমি যদি ভুলিয়া যাই, তুমি দয়া করিয়া আমাকে স্মরণ করাইয়া দিও।" সুস্থাবস্থায় থাকিতেও কখন কখন তিনি বলিতেন, "মৃত্যু কালে যদি ভগবানকে ভুলিতে হয় এবং তাঁহাকে আশ্রয়রূপে ধরা না যায় তবেত বড়ই বিপদের কথা। ভগবানকে আশ্রয় না করিয়া যাহারা ইহলোক ত্যাগ করে, হায়! তাহারা অতিশয় দুঃখী।"

মৃত্যু শয্যায় মাতার সঙ্গে কথোপকথন।

বামাসুন্দরীর শেষাবস্থা দর্শনে তাঁহার পরিবারস্থ এবং প্রতিবেশীদিগের মধ্যে সকলেই যারপরনাই দুঃখিত হইতেছিলেন। তাঁহার মাতার অবস্থা বর্ণন অসাধ্য ব্যাপার। যৌবনের প্রথম ফল, জীবনের অবলম্বন, বার্দ্ধক্যের যষ্টি স্বরূপা কন্যারত্নের জীবনাশার যত শেষ হইতে চলিল, ততই বৃদ্ধা মাতার শোকাকুলতার ও আর্ত্তনাদের বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

মাতার এই শোচনীয় অবস্থা দর্শনে কন্যা বলিলেন "আমি মাতার প্রথম জীবনেও মহা দুঃখের কারণ হইয়াছিলাম, বৃদ্ধ কালেও মাকে নিদারুণ ক্লেশ দিতে বাধ্য হইতেছি। মা উচ্ছ্বসিত শোকাবেগে কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "বামা, তুমি আমাকে কি বলিয়া যাইতেছ।" কন্যা কাতর হৃদয়ে বলিলেন "আমি কি করিতে পারি; আমার ত এমন ইচ্ছা হয় না যে তোমাকে ক্লেশ দেই; আমি চলিয়া যাই, তুমি এখানে থাক। যিনি আমাকে সংসারে আনিয়াছিলেন, তিনিই আমাকে এখন এখান হইতে লইয়া যাইতেছেন। অতএব আমি ইহার কি করিব?"

মাতার দুঃখে যে তিনি এ সময়ে একান্ত দুঃখিত, স্পষ্টই তাহা প্রতীয়মান হয়। অথচ ভগবানের ইচ্ছা বুঝিয়া ইহলোক ত্যাগ করিতেও যে প্রস্তুত হইয়াছিলেন উক্ত উক্তি তাহারও পরিষ্কার প্রমাণ।

শ্রদ্ধেয়া বামাসুন্দরীর পরলোক গমনের পর "বঙ্গবন্ধু" পত্রিকায় এক খণ্ড প্রেরিত পত্র প্রকাশিত হয়; সেই পত্রে তাঁহার ইহলোক ত্যাগের ঘটনা সুন্দররূপে বর্ণিত আছে। নিম্নে সেই প্রেরিত পত্র খানা অবিকল উদ্ধৃত হইল।

দেহত্যাগ, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও অগ্নিসংস্কার।

"বিগত ৫ই মাঘ ইং ১৮৯২ সনের ১৮ই জানুয়ারী সোমবার রাত্রি ১ টার সময় ঢাকার অন্তর্গত আউটশাহী নিবাসী শ্রীকাশীচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের শ্রদ্ধেয়া ভগ্নী বামাসুন্দরী দাস ৫৫ বৎসর বয়ঃক্রমে ওলাউঠারোগে সত্তরবৎসরের বৃদ্ধা জননীকে ফেলিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া অনন্তরাজ্যে গমন করিয়াছেন। ইঁহার দশ বৎসর বয়সে বিবাহ হয়, ইনি বার বৎসর বয়সে বিধবা হন। বিধবা হইয়া যেরূপ সতীত্ব ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন এরূপ দৃষ্টান্ত অতি বিরল, ইনি জীবনের অধিকাংশ সময় ঘোর কুসংস্কারসম্পন্ন লোক মধ্যে ছিলেন। যখন তিনি শিবপূজায় দীক্ষিতা হন তখন তাঁহার আশ্চর্য্য ভাব দেখিয়াছি। সন্ধ্যা পূজায় তাঁহার চমৎকার শ্রদ্ধা ভক্তি ছিল। ক্রমে যখন ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলেন তখন ও তাঁহার আশ্চর্য্য মধুর ভাব লক্ষিত হইতে লাগিল। সন্ধ্যা পূজা ছাড়িয়া নিষ্ঠার সহিত ব্রহ্মোপাসনা আরম্ভ করিলেন। তাঁহার বুদ্ধি শক্তিও চমৎকার ছিল। পাড়ার ঝি বৌ বৃদ্ধারা পর্য্যন্ত ইঁহার নিকট অনেক বিষয়ে বুদ্ধি পরামর্শ লইয়া কার্য্য করিতেন।

৩রা মাঘ শনিবার যখন তাঁহার ব্যারাম উপ-

স্থিত হইল তখনই তিনি বলিলেন আমার মৃত্যু সময় উপস্থিত। এমন কি উক্ত কাশী বাবুর নিকট চিঠি পর্য্যন্ত লিখিলেন। ক্রমে রোগ বৃদ্ধি হইয়া ৫ই মাঘ রাত্রিতে পৃথিবী ছাড়িয়া তিনি অনন্ত রাজ্যে চলিয়া গেলেন। তিনি একজন ভাল বিধানবিশ্বাসী ব্রাহ্মিকা ছিলেন। রোগ শয্যায় পড়িয়াই ঢাকা নববিধানাশ্রিত ভাই ঈশানচন্দ্র সেন মহাশয়কে আনার জন্য লোক পাঠান; কিন্তু সেন মহাশয় আসিলেন না। মৃত্যুর পূর্ব্ব দিন তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা জিজ্ঞাসিলেন বুনদীদী, আপনার টাকার আবশ্যক আছে? তিনি বলিলেন আছে, দাও। আমাকে একটী টাকা দাও। অমনি তাঁহার কনিষ্ঠ ভাই একটী টাকা দিলেন। টাকাটী হাতে নিয়া বলিলেন ভাই, ব্রাহ্মসমাজে উৎসবের সময় দিও; ইহাদ্বারা যেন সাধু ভোজন হয়। ধন্য ধর্ম্ম নিষ্ঠা! রোগশয্যায় পড়িয়া সর্ব্বদাই উপাসনা প্রার্থনা করিতেন। আর সকলকে বলিতেন তোমরা আশীর্ব্বাদ কর, আমি যেন মায়ের চরণ দর্শন করিয়া তাঁহার নাম লইয়া ইহলোক হইতে চলিয়া যাইতে পারি। * মৃত্যুর ১৫ মিনিট পূর্ব্বে উপাসনা

* "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম, শান্তং শিবমদ্বৈতং, শুদ্ধমপাপবিদ্ধং, আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি" এই শ্লোকও উচ্চারণ করিয়াছিলেন।

করিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা এ সময় তাঁহার বুকের উপর মাথা রাখিয়া কএকটী মধুর সঙ্গীত করিলেন। ভগ্নী ও সঙ্গে সঙ্গে সেই গান ধরিলেন। ভ্রাতার কাঁদা কাঁদা স্বর আর ভগ্নীর অন্তিম সময়ের স্বর উভয়ে মিলিয়া এক অপূর্ব্ব স্বরে সংগীত হইতে লাগিল। যে দুইটী সংগীত হইয়াছিল নিম্নে সেই দুইটী সংগীত উদ্ধৃত হইল।

ললিত—যৎ।

কি ভয় ভাবনারে মন লয়েছি যাঁর আশ্রয়,
সর্ব্বশক্তিমান তিনি অনন্ত করুণাময়।
একবার ব্যাকুল অন্তরে, দয়াল বলে ডাকলে তাঁরে,
সেই দীনবন্ধু ভক্তবৎসল দেখা দিবেন তোমায়।
কি করিবে শত্রুগণে, অপমানে নির্য্যাতনে,
না হয় মরিব প্রাণে গাইয়ে তাঁহার জয়।
শুনেছি আশা বচন, মরিলেও পাব জীবন,
চিরকাল সুখে থাকিব এই তাঁর অভিপ্রায়।
নির্জন হৃদি কুটীরে, লয়ে সেই প্রাণের ঈশ্বরে,
আনন্দ আহ্লাদে সদা, করিব জীবন ক্ষয়।
তাঁর কাছে খাটী হয়ে, থাকহে তুমি নির্ভয়ে,
বিশ্বাসের দুর্গে বসে, বল জয় জয় দয়াময়।

রাগিণী পিলু ভৈরবী ।—তাল জৎ ।

অসার ভব সংসারে আসিয়ে দুদিনের তরে, সার সম্বল পুণ্য ধন লও হে সঞ্চয় করে।

ধন মান উপার্জ্জনে, পরিবার প্রতিপালনে, মত্ত হয়ে দিবানিশি থেক না ভাই একেবারে।

আত্মীয় পুত্র পরিবার, সকলই মায়ার ব্যাপার, এদের ফাঁদে পড়ে দেখ যেন আসল কর্ম্ম ভুল নারে।

যে কয় দিন থাক এখানে, এই কথাটী রেখ মনে, হরিনাম বিহনে শেষের দিনে কেহ সঙ্গে যাবে নারে।

এই সঙ্গীত দুটীর পরই মৃত্যু সময় উপস্থিত। অমনি তাড়াতাড়ি বাহিরে আনা হয়। গৃহ হইতে বাহিরে আনিলে তিন চারি বার হরিবল হরিবল বলিয়াই কাল নিদ্রায় মগ্ন হইয়া পড়িলেন। পরে রীতিমত শ্মশানের কার্য্য সময় তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা একটী প্রার্থনা করিলেন এবং তিন বার প্রদক্ষিণ করিয়া অগ্নিসংস্কার কার্য্য আরম্ভ করিলেন।* ছয় দণ্ড কাল মধ্যে ভগ্নীর মৃত দেহ ভস্মসাৎ হইল। ঘরে

---

* যখন অগ্নি ভৌতিক পবিত্রদেহ ভূতসহ বিলীন করিতেছিল, এমন সময় অতর্কিতে একটী গৈরিক পরিহিত পরিণত বয়স্ক ধর্ম্মভাবাপন্ন লোক সেই গম্ভীর শ্মশানভূমিতে নিশাবসানকালে সমুপস্থিত হইলেন। তিনি ভক্তিভাবে একটী সংগীত গাইলেন এবং পবিত্র শ্মশান প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক প্রণাম করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

বৃদ্ধা জননী, কনিষ্ঠ সহোদর শোকে অধীর। দয়াময় হরি শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের অন্তরে শান্তি বিধান করুন।

শান্তিঃ! শান্তিঃ! শান্তিঃ।

১৪ই মাঘ, ১২৯৮ সন।

শেষাবস্থায় ও মৃত্যু কালে ঈশান বাবুর অদর্শন জনিত নির্ব্বেদ বামাসুন্দরীর পক্ষে ক্লেশকর হইলেও ভগবৎ লীলা প্রদর্শন হেতু ইহা প্রয়োজনীয় ছিল। যেরূপ কুসংস্কারাপন্ন হিন্দুধর্ম্মের দুর্গ স্বরূপ স্থানে বামাসুন্দরীর জীবনলীলার অভিনয়, তাহার শেষ অঙ্ক এরূপ পরিপাটী ক্রমে অভিনীত হওয়াতে কেবল ভগবানের মহিমাই প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহার দেহের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও অগ্নিসংস্কার কার্য্য হিন্দুদিগের দ্বারাই নির্ব্বাহিত হয়। অথচ শাস্ত্রানুসারী হিন্দু বৃদ্ধগণও বামাসুন্দরীর জীবন ও ধর্ম্মকে সম্মান করিতেন বলিয়া তাঁহার বিশ্বাসানুসারে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হওয়া অনুমোদন করিলেন। ভগবান অসম্ভব সম্ভব করিতে পারেন। ভক্তবাঞ্ছা অবাধে পূর্ণ করেন। তিনি বামাসুন্দরীর সমুদায় অভিলাষ লোকবুদ্ধির অতীতরূপ পূর্ণ করিলেন। এ সময়ে যদি কোন ব্রাহ্ম উপস্থিত থাকিত তবে লোকে বলিত, ও স্পষ্ট

দেখিত, সেই ব্রাহ্মেরই উপস্থিতি নিবন্ধন অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়াদি ব্রাহ্মধর্ম্মানুসারে নির্ব্বাহিত হইয়াছে। একটী ব্রাহ্মও উপস্থিত ছিল না, অথচ ব্রহ্মের যে কন্যা সর্ব্বত্যাগী হইয়া ব্রহ্মের পবিত্র ধর্ম্ম গ্রহণ জন্য জীবন শেষ করিলেন, অন্তিম কালে পূর্ণব্রহ্ম সনাতন স্বীয় কৃপাগুণে এবং অালৌকিক প্রভাবে তাঁহার আপনাইর জয় প্রদর্শন করিলেন। হিন্দু বৃদ্ধগণ এইরূপে এই পবিত্র মহিলার দেহ সংস্কার কার্য্য সম্পন্ন করিয়া প্রকৃত ধর্ম্মের প্রতি খাটী শ্রদ্ধা ও হৃদ্গত উদারতাই প্রকাশ করিয়াছিলেন। এজন্য তাঁহারা চিরদিন শ্রদ্ধা ও শত ধন্যবাদের পাত্র হইয়া রহিয়াছেন।

দেবী বামাসুন্দরীর ইহ জীবনের অভিনয়ে পটক্ষেপ হইল। তিনি মৃত্যু দ্বারা ভগবানের জয়, সতীত্বের জয়, পূর্ণব্রহ্ম সনাতনের নবধর্ম্ম বিধানের জয়, ঘোষণা করিয়া গেলেন। এ সংসারে বৈধব্য কোন নারীরই বাঞ্ছনীয় নহে। কিন্তু এবম্প্রকার বৈধব্য নারীজাতির গৌরব জনক। বামাসুন্দরী ভগবানকেই প্রাণদানও প্রাণের পতিরূপে বরণ করিয়াছিলেন; ভগবৎ প্রীতিরাগে অনুরঞ্জিত হইয়াছিলেন। যদি সংসারে পতি হারাইয়া কোন রমণী ভগবানকে জীবন্ত প্রাণপতিরূপে

বরণ করিতে পারেন এবং শান্তি ও পুণ্যের জীবন যাপন পূর্ব্বক ভগবৎ সমভিব্যাহারে জীবন তরণী আরোহণে মৃত্যুনদী পার হইয়া পরলোকের পুণ্যভূমিতে গমন করেন, তাহা তাঁহার পক্ষে, বা সমস্ত আর্য্য নারীর পক্ষে, কিম্বা পৃথিবীর পক্ষে কোন প্রকারেই অবাঞ্ছনীয় নহে। এরূপ পুন্যশ্রীশোভিত বৈধব্য ধন্য! এরূপ ভগবৎ প্রেমার্থিনীর জীবন ধন্য! এরূপ সচেতন মৃত্যুও ধন্য!

শ্রাদ্ধ।

বামাসুন্দরীর শ্রাদ্ধ কার্য্যও নির্ব্বিঘ্নে আউট্‌-শাহী গ্রামেই নববিধানানুসারে সম্পন্ন হয়। শ্রাদ্ধ ঘটনা "বঙ্গবন্ধু পত্রিকায় যেরূপ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা অবিকল নিম্নে পুনরুল্লিখিত হইল।

"বিগত ৬ই ফাল্গুন তারিখে শ্রদ্ধেয়া ভগিনী বামাসুন্দরী দেবীর আদ্যশ্রাদ্ধ কার্য্য আউট্‌সাহী গ্রামে সম্পন্ন হইয়াছে। তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর শ্রীমান্ চন্দ্রকুমার গুপ্ত অত্রত্য উপাচার্য্য মহাশয় এবং অন্য দুই জন প্রচারককে এতদুপলক্ষে আউট্‌সাহীতে নিমন্ত্রণ করেন। উপাচার্য্য মহাশয় শ্রীযুক্ত ঈশান বাবুকে সঙ্গে লইয়া শ্রাদ্ধের

পূর্ব্ব দিন আউট্‌সাহীতে যান। যথানিয়মে শ্রাদ্ধ কার্য্য সম্পন্ন হয়। নিয়মিত আরাধনা ও ঈশান বাবুর একটী প্রার্থনার পর শ্রীমান্ চন্দ্রকুমার প্রার্থনা করিলে উপাচার্য্য মহাশয় প্রার্থনা করেন। উপাসনা প্রার্থনায় ভগবান্ স্বর্গলোক, পরলোকসহ প্রকাশিত হইয়া তিনি যে তাঁহার কন্যাকে যথা সময়ে আত্মক্রোড়স্থ করিয়া তাঁহার বিধি পূর্ণ করিয়াছেন, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে দিয়া কৃতার্থ করিলেন। প্রার্থনান্তে নিম্নে প্রকাশিত নূতন সঙ্গীতটী গীত হয়। ঐ উপলক্ষে তণ্ডুল ও কিছু পয়সা দরিদ্রদিগকে দান করা হইয়াছে।

"কার মা এমন দয়াময়ী" গানের সুরে।

ধন্য মা আনন্দময়ী, ধন্য দেব দেবীগণ,
প্রণাম করি সবার পদে, রাখ মাথে শ্রীচরণ।
মাগো তোমার রূপের শোভা, ভক্তজন মনোলোভা,
দেখায়ে ওমুখের আভা, মুগ্ধ রাখ প্রাণ মন।
তুমি যেমন সতী গো মা, তেমনি তোমার কন্যা বামা,
তাঁরে ভালবেসে ধরে কসে দিলে তোমার শ্রীচরণ।
তাই মা তুমি ডেকে বল্‌লে, 'ওরে আমার অবোধ ছেলে,
বামা মরে নাইরে, তারে আমি দিয়েছি আমার জীবন।'
মাগি বর তব পদে, রাখ মোদের ও শ্রীপদে,
সেবি তোমার অভয় পদে, পরলোকে করি গমন।"

বঙ্গবন্ধু ফাল্গুন ২য় পক্ষ, ১২৯৮।

স্পৃহা।

স্বর্গগতা বামাসুন্দরীর হৃদয়ে যত হরিভক্তির সঞ্চার হইতেছিল ততই অন্যান্য নারীগণের কিরূপে হরিভক্তি লাভ হইবে এবং তাঁহারা ঈশ্বর দর্শনে কৃতার্থ হইহইবেন তৎস্পৃহা ক্রমে বলবতী হইতেছিল। ব্রাহ্মসমাজের মহিলাদিগকে উপাসনা ও ধর্ম্মের প্রতি উদাসীন দেখিলে তিনি অতিশয় দুঃখ প্রকাশ করিতেন, ব্রাহ্মিকাগণ ঈশ্বরোপাসনায় অনুরক্ত হউন সর্ব্বান্তঃকরণে এই ইচ্ছা করিতেন। অথচ সাক্ষাৎভাবে কোন ব্রাহ্মিকাকে তিনি উপাসনা না করার জন্য কোন অনুযোগ করেন নাই, সময়ে সময়ে কৌশল ক্রমে ব্রাহ্মিকা ভগিনীদিগকে তাঁহার উপরিউক্ত বিষয়ে আন্তরিক অভিলাষ পরিজ্ঞাত করিয়াছেন। হিন্দুসমাজে তিনি যে গ্রামে যে সংসর্গে যখন থাকিতেন, যাহাতে নারীগণের হৃদয়ে ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ জন্মে পরোক্ষে তাহার জন্যও যত্নবতী হইতেন, অনেক সময়ে হিন্দুসমাজস্থ কোন কোন মহিলাকে সঙ্গে লইয়া ঈশ্বরোপাসনা ও ধর্ম্ম প্রসঙ্গ করিতেন। তিনি একাকী থাকুন বা অন্যের সঙ্গে থাকুন, সম্পদে বিপদে

শোকে দুঃখে যে অবস্থায় পড়িতেন, স্বয়ং নিষ্ঠার সহিত ঈশ্বরোপাসনা করিতে এক দিনও উদাসীন হইতেন না। প্রথম জীবনে যখন পৌত্তলিক পূজা অর্চ্চনা ত্যাগ ও ব্রহ্মোপাসনা অবলম্বন করেন তাঁহাকে মনুষ্য চক্ষুর অগোচর হইয়া উপাসনাব্রত পালন করিতে হইত। সুতরাং এক স্থান হইতে স্থানান্তরে কার্য্যানুরোধে গেলে, উপাসনার্থ একটী নির্জ্জন স্থান পাইবার জন্য তিনি নিজেই ব্যস্ত হইতেন। শেষ জীবনে যখন প্রয়োজন বশতঃ যেখানে যাইতেন সেখানকার আত্মীয় মহিলারাই তাঁহার উপাসনা করিবার জন্য সুবিধা ও নির্জ্জনে স্থান করিয়া দিত। উপাসনার স্থান ও সুযোগ করিতে আর তাঁহাকে ব্যস্ত বা উদ্বিগ্ন হইতে হইত না।

পৃথিবীর লাভ।

বামাসুন্দরীর জীবন পৃথিবীর পক্ষেও লাভ জনক। কারণ পৃথিবীর ক্রোড়ে আমরা বামাসুন্দরীরূপে আর একটী সতী চরিত্র দর্শন করিতেছি। নারী পতি সহ মিলন ভিন্ন পত্নী হয় না, সৎ পুরুষ ভগবানের সহিত ভক্তিতে মিলন ভিন্ন সতীও হয় না। যে নারী কেবল পতিপরায়ণা সেই

নারীকে বাস্তবিক সতী বলা সঙ্গত নহে। তিনি সুপত্নী কিন্তু সতী নহেন। কারণ সৎস্বরূপ হরির প্রতি প্রীতিতে যে নারীর হৃদয় পূর্ণ সেই ভক্তিমতী শুদ্ধানারীই প্রকৃত সতী নারী। বিধান ভিন্ন কোন রমণীরই এই শুদ্ধ হরিভক্তি আপনার হৃদয়ে লাভ হইতে পারে না। পূর্ণব্রহ্ম সনাতনের নূতন ধর্ম্ম বিধানে শ্রদ্ধেয়া বামাসুন্দরী ব্রহ্মকৃপাগুণে নবভক্তি লাভ করিলেন, নব সতীর দৃষ্টান্তরূপে এদেশে দণ্ডায়মান রহিলেন। বস্তুতঃ ভগবৎ কৃপাগুণে এই নারীজীবনে পবিত্র হরিভক্তি, অপূর্ব্ব সাধুভক্তি ও নরনারীর প্রতি শুদ্ধ প্রীতি বিকসিত দেখা গিয়াছে। প্রত্যেক বিধান যেমন ভক্ত প্রসব করে তেমনি সতীও প্রসব করিয়াছে। ভক্তের হৃদয়-পদ্মে ভক্তবৎসল হরি রমণ বিহার করিয়া পৃথিবীকে ভক্তিসুধা দান করেন, সতী নারীর চিত্তক্ষেত্রেও প্রেম রসসিন্ধু হরিই লীলাবিহার পূর্ব্বক শুদ্ধ সতীত্ব কমল প্রস্ফুটিত করেন। সুতরাং হরির নবলীলাজনিত ভক্তি সুধাপূর্ণ শুদ্ধ সতীত্বদ্বারা বামাসুন্দরী বসুন্ধরাকে লাভবতীই করিলেন।

আমাদের দেশে, দেশীয় প্রথার দুর্দ্দান্ত শাসনে অনেক বালবিধবাই সংসারে অতি দুঃখে দিন

যাপনে বাধ্য হয়েন। তাঁহাদের বিষাদপূর্ণ জীবন দর্শনে কাহার না দুঃখে হৃদয় বিদীর্ণ হয়? হায়! অনাথা বিধবাগণ যদি সরল অন্তরে প্রাণেশ্বর পরমেশ্বরকে প্রাণে প্রাণে ডাকিতে রত থাকেন তাঁহাদের গভীর দুঃখের অন্ধকার দূর করিয়া পুরুষোত্তম ভগবান চিদাকাশে প্রকাশিত হইতে পারেন। হরি প্রকাশিত হইয়া তাঁহাদের সমুদায় দুঃখ শোক, ক্লেশ কলুষ নাশ করিতে পারেন। তাঁহারা দুঃখিনী বামার ন্যায় পুণ্যবতী ও সুখিনী সতী হইতে পারেন। সতী বামাচরিতে ভগবানের বাঞ্ছাকল্পতরু নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত। যে পবিত্রতা রক্ষার আশায় ও অপবিত্রতার ভয়ে তিনি প্রাণপণে মহাদেবকে ডাকিয়াছেন, মহা সত্য মহাদেব আশ্চর্য্যরূপে তাঁহার সেই বাঞ্ছা পূর্ণ করিয়াছেন। যে মহাদেবের দর্শন প্রার্থনা তিনি সমুদায় প্রাণের সহিত করিয়াছেন মহাসত্য মহাদেব, মহাবিধান করিয়া তাঁহার সেই প্রার্থনা আশাতীতরূপে পূর্ণ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য এরূপ জীবন আমাদের সকলেরই লাভজনক। এরূপ ইহলোক ত্যাগ ও আমাদের লাভজনক। এই জন্য পুনরায় বলি, ধন্য শ্রদ্ধেয়া সতী বামাসুন্দরী! ধন্য অবতীর্ণ ভগবান! ধন্য তাঁহার নূতন ধর্ম্মবিধান!